NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান দুষ্মন্ত নারিয়ালা

সেবাশ্রয় ইস্যুতে অভিষেককে নিশানা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ৩

কলকাতা ৬ জুলাই ২০২৬ ২২ আষাঢ় ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.07.2026, Vol. 20 Issue No. 26, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

স্পেন বনাম পর্তুগাল ৭ জুলাই
(ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০)

গতকালের ফলাফল

প্যারাগুয়ে -০ ফ্রান্স-১

রথে ৫ লক্ষ

■ আসন্ন রথযাত্রা উৎসবকে আরও সুষ্ঠু ও জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। নবান্নের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্যের নির্বাচিত রথযাত্রা কমিটিগুলিকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে।

বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা

■ অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন কেন বাতিল হয়েছে এবং প্রকৃত যোগ্য কেউ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কি না, তা জানতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

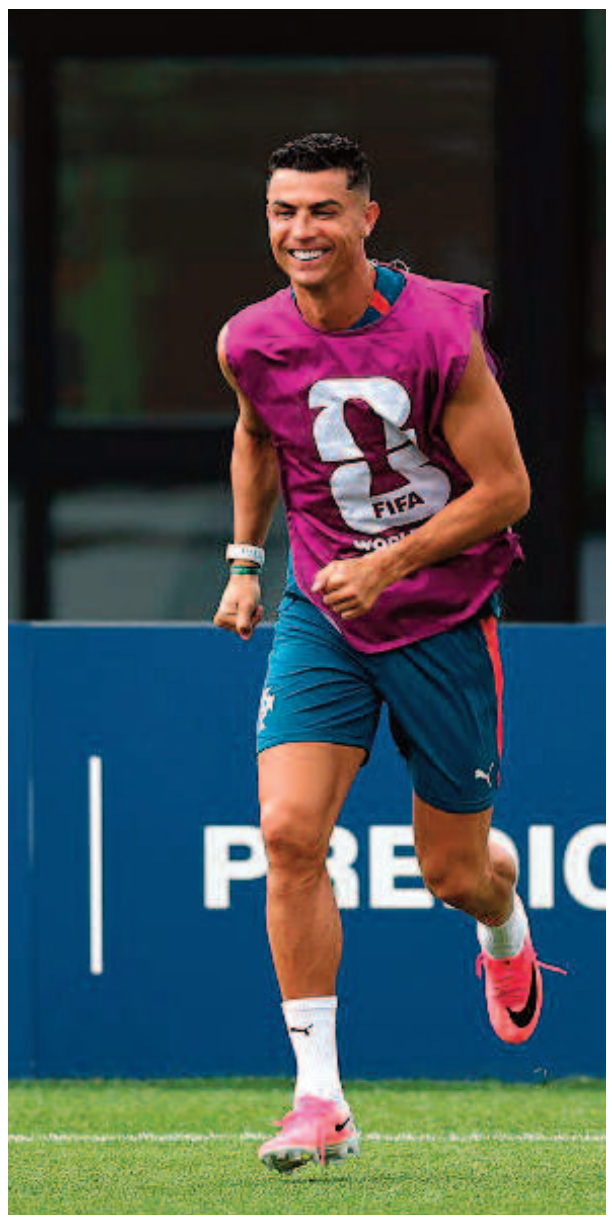

বিশ্বকাপে আজ রাতে শেষ ষোলোর লড়াইয়ে মুখোমুখি দুই শক্তিধর স্পেন ও পর্তুগাল। ৪১-র ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কি পারবেন স্প্যানিশ আর্মাডা ধ্বংস করতে নাকি খেলে ফেলবেন জীবনের অন্তিম আন্তর্জাতিক ম্যাচ?

শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ সংক্ষিপ্ত সফরে কলকাতায় থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দিনভর কয়েকটি নির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে আজকেই তিনি দিল্লি ফিরে যাবেন। তাঁর সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরসূচি অনুযায়ী, আজ বিকেল ৩টা ৫০ মিনিট নাগাদ বিশেষ বিমানে কলকাতায় পৌঁছবেন অমিত শাহ। বিমানবন্দর থেকে তিনি প্রথমে ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। এরপর বিকেল ৪টা ৫০ মিনিট নাগাদ তিনি নিউ টাউনের ইকো পার্কে পৌঁছবেন। সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫ ফুট উচ্চতার প্রস্তাবিত মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা রয়েছে। তিনি এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমিপুজো করবেন। এই স্মারককে কেন্দ্র করে একটি পার্ক, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য পরিকাঠামোও গড়ে তোলা হবে। গোটা প্রকল্পের জন্য প্রায় ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। সরকারি সূত্রের দাবি, এটি শুধু একটি মূর্তি নির্মাণের প্রকল্প নয়, বরং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন, আদর্শ ও অবদান তুলে ধরার উদ্দেশ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ স্মারক গড়ে তোলা হবে।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই ভাস্কর্য নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে ইকো পার্কে প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। সম্প্রতি পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনও করেন। ইকো পার্কের অনুষ্ঠান শেষে বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ নিউ টাউন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বও উপস্থিত থাকবেন। ওই অনুষ্ঠান শেষ করেই তাঁর দিল্লি ফেরার কথা। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিজেপি কর্মীদের কাছে এই দিনটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাঁর জন্মভূমিতে এই কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।' ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কলকাতার কুমোরটুলি-সহ বিভিন্ন এলাকার শিল্পীদের কাছেও শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি তৈরির বিপুল বরাত এসেছে বলে জানা যাচ্ছে।

বেদিতে ভাঙচুর

■ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যখন সাজো সাজো রব, ঠিক সেসময় তাঁর একটি নবনির্মিত মূর্তির বেদিতে ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।
জন্মবার্ষিকীর আগের দিন উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। রামমোহন লাইব্রেরির উলটো দিকে উদ্বোধনের জন্য বসানো শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং গোপাল মুখোপাধ্যায়ের দু'টি আবক্ষ মূর্তির বেদি ও নামফলকে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। যদিও দুটি মূর্তিই অক্ষত রয়েছে। এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি।

'ডিম নয়, ইটও পড়তে পারে', পঞ্চায়েতে হুঁশিয়ারি দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে সরকার বদলের পর বহু পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি করলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে নির্বাচিত প্রায় দুই হাজার পঞ্চায়েত প্রধান বর্তমানে অফিসে আসছেন না বা আত্মগোপন করে রয়েছেন। এর ফলে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ থমকে রয়েছে।

এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজ্যের প্রায় দু'হাজার পঞ্চায়েত প্রধান নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছেন। অফিসে না-আসায় মানুষ কাস্ট সার্টিফিকেট-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথি পাচ্ছেন না। নতুন প্রকল্পের টেন্ডার আটকে যাচ্ছে, পুরনো কাজের বিলও দেওয়া যাচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে গ্রামীণ সড়ক যোজনা, আবাস যোজনার মতো প্রকল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মন্ত্রী জানান, জনপ্রতিনিধিরা সরকারি বেতন ও ভাতা নিচ্ছেন। তাই দায়িত্ব এড়িয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর বক্তব্য, 'যদি কাজ করতে না-পারেন, তা হলে সম্মানের সঙ্গে পদত্যাগ করুন। কিন্তু দায়িত্বে থেকে মানুষের কাজ বন্ধ করে রাখা ঠিক নয়।' একই সঙ্গে তিনি পঞ্চায়েত প্রধানদের কাজে যোগ দেওয়ার আহ্বানও জানান। দিলীপ ঘোষ বলেন, যাঁরা মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা অফিসে ফিরে এসে কাজ করুন। প্রথম দিকে কেউ হয়তো টিটকিরি দিতে পারে, কিন্তু সেই ভয় পেলে চলবে না। রাজনীতিতে থাকলে মানুষের মুখোমুখি হতেই হবে।

তবে সতর্কবার্তাও দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রীর দাবি, ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ অফিসে না-এলে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তাঁর কথায়, প্রয়োজনে পুলিশ পাঠিয়ে তাঁদের অফিসে নিয়ে আসা হবে। সরকারি কাজ আটকে রাখার জন্য মানুষও প্রতিবাদ করবে। এ প্রসঙ্গে আরও কড়া সুরে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এখন শুধু ডিম ফাটানো হচ্ছে। এরপরও যদি কেউ কাজে না-ফেরেন, তা হলে মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়বে। তখন ডিম নয়, ইটও পড়তে পারে। তাই সময় থাকতে অফিসে ফিরে এসে দায়িত্ব পালন করুন।'

তৃণমূলের আসল দাবিদার কে?

কমিশনে নথি জমার সময়সীমা শেষ আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের প্রকৃত দাবিদার কে, তা নিয়ে শুরু হয়েছে আইনি ও সাংগঠনিক লড়াই। এই বিতর্কে দু'পক্ষকেই নিজেদের দাবি সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। সেই নথি জমা দেওয়ার শেষ সময় আজ ৬ জুলাই, বিকেল সাড়ে ৫টা। এরপর কমিশন পরবর্তী পদক্ষেপ শুরু করবে।

দলীয় সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সমর্থিত শিবিরের পক্ষ থেকে রবিবারই দিল্লি গিয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেবেন। সূত্রের খবর, এই শিবিরের তরফে আলাদা কোনও প্রতিনিধি দল যাবে না, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় নথিপত্রই কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

অন্য দিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সমর্থিত শিবির কমিশনের সামনে সরাসরি হাজির হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তারা ইতিমধ্যেই বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি সংক্রান্ত নথি কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে এবং নতুন কমিটি গঠনের বিষয়েও তাদের অবস্থান জানিয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে, দু'পক্ষের জমা দেওয়া নথি খতিয়ে দেখার পর শুনানির দিন নির্ধারণ করা হবে। সেই শুনানিতে উভয় পক্ষই চাইলে নিজেদের আইনজীবীদের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

রাজনৈতিক মহলের নজর রয়েছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিকে। সূত্রের দাবি, ২০ জুলাই সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর দিন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা তৃণমূলের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ এবং উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার ৬ জন সাংসদের দলত্যাগ করে এনডিএতে যোগদানের বিষয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন। সেই সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে দলত্যাগী সাংসদদের ভবিষ্যৎ।

দলীয় সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সমর্থিত শিবিরের পক্ষ থেকে রবিবারই দিল্লি গিয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেবেন। সূত্রের খবর, এই শিবিরের তরফে আলাদা কোনও প্রতিনিধি দল যাবে না, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় নথিপত্রই কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। অন্য দিকে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সমর্থিত শিবির কমিশনের সামনে সরাসরি হাজির হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তারা ইতিমধ্যেই বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি সংক্রান্ত নথি কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে এবং নতুন কমিটি গঠনের বিষয়েও তাদের অবস্থান জানিয়েছে।

চা শ্রমিকদের ৩১৩.৩০ কোটি, গুরুত্ব শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের চা বাগান এলাকার শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের উন্নয়নে বড় পদক্ষেপের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা' পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করতে প্রথম দফায় ৩১৩.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুধু তাই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আবাসন-সংক্রান্ত পরিকাঠামো উন্নয়নকে সামনে রেখেই এই প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, এর মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের তিন লক্ষেরও বেশি চা শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

রবিবার সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, 'উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সার্বিক কল্যাণে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য স্তরের কমিটি 'প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোৎসাহন যোজনা'র

বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের জীবনমানের আমূল পরিবর্তন ঘটবে।'

শনিবার মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে প্রকল্পটির অনুমোদন দেওয়া হয়। ওই বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিক এবং পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে। স্বাস্থ্য দপ্তর, সমগ্র শিক্ষা মিশন এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করেই কাজ এগোবে।

এই প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ১৭৭ কোটি টাকা, রাখা হয়েছে চা শ্রমিক শিক্ষা যোজনার জন্য। এই অর্থে চা বাগান এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পড়ুয়াদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের কাজ করা হবে। এছাড়া চা শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৭২ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় চা বাগান এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা, চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসুবিধা আরও সহজলভ্য করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যদিকে, চা শ্রমিক আশ্রয় যোজনার জন্য রাখা হয়েছে ৬৩ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে পাহাড়ে ৮৮টি এবং সমতলে ২৩৩টি মিলিয়ে মোট ৩২১টি আধুনিক বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হবে।

পুকুরে দেহ উদ্ধার কিশোরীর, গণপিটুনিতে মৃত যুবক

ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ পরিবারের, বক্তব্য শোনার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর: পুকুরে এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার ঘিরে রবিবার অগ্নিগর্ভ বারুইপুর। পরিবারের অভিযোগ, মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এব্যাপারে বারুইপুরের মৃত নাবালিকার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার পরিবারের সদস্যদের ভবানী ভবনে যেতে বলেছেন তিনি। পরিবারের সব দাবি শোনা হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

শনিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল ১২ বছরের কিশোরী। রবিবার সকালে তার বাড়ির কাছে একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় দেহ। বারুইপুর থানা এলাকার ধপধপি ২ পঞ্চায়েতের সূর্যপুর হাটের ঘটনা। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। তার পরেই দেহ আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়দের একাংশ।

বিক্ষোভ চলাকালীন স্থানীয় এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। এলাকার মানুষজনের একাংশের অভিযোগ, নিহতকে সন্দেহভাজনদের সঙ্গে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। তিনিও সন্দেহভাজন বলে দাবি কারও কারও। এই অবস্থায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। বিশাল বাহিনী মোতায়েন করা হয়। শেষপর্যন্ত পুলিশ কিশোরীর দেহ উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আইজি কঙ্করপ্রসাদ বলেন, 'আমি উদ্যোগী হয়ে আজই মৃতার ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করব।'

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কিশোরী শনিবার বিকেলে খাবার কিনতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তার পর থেকে তার খোঁজ মেলেনি। পরিবারের অভিযোগ, চার জন তাকে তুলে নিয়ে যায়। রবিবার সকালে বাড়ির অদূরে একটি পুকুরে কিশোরীর দেহ

মেলে। তার পরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। দেহ ঘিরে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। পথ অবরোধ করেন। সূর্যপুর স্টেশনেও অবরোধ হয়।

ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় বিশাল বাহিনী। অভিযোগ, পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। পালটা তাদের লক্ষ্য করে বিক্ষোভকারীদের একাংশ ঢিল ছোড়ে বলেও অভিযোগ উঠেছে। তাতে কয়েক জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকে। এই আবহে মৃতার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার কিশোরীর বাবাকে ভবানীভবনেও যেতে বলেছেন।

শেষপর্যন্ত রবিবার দুপুর নাগাদ পুলিশের হস্তক্ষেপে সড়ক অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। স্টেশন থেকেও সরে যান বিক্ষোভকারীরা। ট্রেন চলাচল শুরু হয় নামখানা-শিয়ালদহ লাইনে। কিশোরীর দেহ উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের তরফে মাইকিং করে বিক্ষোভকারীদের শান্ত হতে বলা হয়। আইজি (প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ) কঙ্করপ্রসাদ আশ্বাস দিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের সকলকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসির সাজা যাতে দেওয়া হয়, সেই চেষ্টা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী ফোন করেও কথা দিয়েছেন, এই মামলার সঙ্গে জড়িতদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার করা হবে। সব ধরনের সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর। মৃতার বাবা বলেন, 'আমার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথা হয়েছে। উনি আমাদের মঙ্গলবার ভবানীভবনে যেতে বলেছেন। বলেছেন, কোনও দোষীকে ছাড়া হবে না। আমাদের সব দাবি শোনা হবে বলে কথা দিয়েছেন। সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন।' এর পর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। অবরোধ ওঠে রেল-সড়কপথে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে জনজীবন।

১০০ দিনের কাজে বরাদ্দ পেল বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনের পর পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ করা হল। রবিবার কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য প্রকল্পের প্রথম কিস্তির অর্থ ঘোষণা করেন। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১,২৬৪.৪৯ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কাঠামোয় এই প্রকল্প এখন 'ভিবি-জিরাম-জি' নামে পরিচালিত হচ্ছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পে বছরে সর্বোচ্চ ১২৫ দিন পর্যন্ত কাজের সুযোগ রাখা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী, এদিন সারা দেশের জন্য মোট ২৫,৮৬৩ কোটিরও বেশি টাকা ছাড়া হয়েছে। বরাদ্দের তালিকায় সবচেয়ে বেশি অর্থ পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ। ওই রাজ্যের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩,২১০.৭৬ কোটি টাকা। এর আগে ১০০ দিনের কাজের অর্থ নিয়ে কেন্দ্র ও তৎকালীন রাজ্য সরকারের মধ্যে দীর্ঘদিন বিরোধ চলেছিল। বকেয়া অর্থের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দিল্লিতে আন্দোলনও হয়েছিল। সেই সময় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কারণে বাংলার প্রাপ্য আটকে রাখার অভিযোগ তুলেছিল রাজ্য সরকার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, KITABUDDIN, পিতা- স্বর্গীয় Abdul Gaffar, বর্তমান ঠিকানা- ৭৬, টুট বাগান, কামারহাটি (মিউ.), উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৫৮, পশ্চিমবঙ্গ, গত ০৪ জুলাই ২০২৬ তারিখে শিয়ালদহ কোর্টের নোটারি M. Srivastava-এর সমক্ষে এফিডেভিট করে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার আসল নাম **KITABUDDIN**, যা আমার আধার কার্ড (নম্বর- 4829 3307 7438)-এ নথিভুক্ত আছে। আমার কন্যা **SHAHEEN PARVEEN** এর আধার কার্ডে (নম্বর- 4850 8861 5962) আমার নাম ভুলবশত **MD. KITABUDDIN** হিসেবে লেখা হয়েছে। **KITABUDDIN** এবং **MD. KITABUDDIN** একই ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 01/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15878 নং এফিডেভিড বলে আমি, Parvez Mondal, S/o. Sudhamay Mondal, সাকিম মহাদেবপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Prabhat Mondal ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Parvez Mondal নামে পরিচিত হইয়াছি যাহা এফিডেভিট বলে ঘোষণা করিয়া গত 04.12.2021 তারিখে বাংলা দৈনিক গণশক্তি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি কলমে প্রকাশ করিয়াছি। প্রকাশ থাকে যে, আমার ম্যারেজ সার্টিফিকেটে, আমার এফিডেভিটে ও উক্ত পত্রিকায় আমার সঠিক নাম Parvez Mondal-এর পরিবর্তে Sk Parvez লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমি Parvez Mondal ও Sk Parvez এবং Prabhat Mondal S/o. Sudhamay Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **Bipul Ghosh** S/O Amal Kumar Ghosh residing at Vill.- Gopegram, P.O.- Rainda, P.S. - Nabagram, Dist. - Murshidabad, W.B. do hereby declare vide affidavit in the Court of Ld. JM/JM Addl. (1st Class) at Lalbagh, Murshidabad dated 29.01.2026 that my father's actual name is **Amal Kumar Ghosh** which has been written in my birth certificate vide certificate no. B/2024/0034851 dated 19.12.1991, Aadhaar Card and PAN Card but in my Madhyamik Pariksha Admit Card, Certificate and registration, my father's name has been wrongly written as **Amal Ghosh**. My actual date of birth is **23.01.1991** which is written in my birth certificate but in my Madhyamik Pariksha admit card, certificate and registration certificate no-E2034051-039, my date of birth has been wrongly written as **07.01.1990. Amal Kumar Ghosh** and **Amal Ghosh** i.e. my father is the same and one identical person. Purpose of this affidavit is to rectify the records.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সংশোধনী

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **শ্রীমতী মুকুল হেলা,** স্বামী প্রয়াত পান্নালাল হেলা, ০৩.০৭.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং পড়তে হবে **২২১৮/২০০৪**-২২১৮/২০১০ এর পরিবর্তে। অন্যান্য সকল বিষয় বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে ১) **শ্রী বামা চরন চ্যাটার্জী, ২। শ্রী তারা চন্দ্র চ্যাটার্জী,** ১ ও ২ নং এর পিতা প্রয়াত সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জী **৩) শ্রীমত্যা জয়া মুখার্জী,** স্বামী প্রয়াত ভবতোষ মুখার্জী, পিতা প্রয়াত সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জী, ১ হইতে ৩ নং এর সাকিম- বৈকুন্ঠপুর এস. পি. মুখার্জী রোড, পোঃ ত্রিবেনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২৫০৩, **৪) শ্রীমতী মীরা চৌধুরী,** স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, পিতা প্রয়াত সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জী, সাকিম-দেবানন্দপুর ২ নং মালিক পাড়া, পোঃ - দেবানন্দপুর, থানা-চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১২৩, **৫) শ্রী দেবাশীষ ব্যানার্জী,** পিতা প্রয়াত পবিত্র কুমার ব্যানার্জী, সাকিম- উসুমপুর বটতলা, পোঃ- আগড়পাড়া, থানা-ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১০৯ বিগত ইংরাজী ০৭.০৮.২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০৬০৩-২০২৩ নং ভল্যুমের ১৩৩১৬২ নং হইতে ১৩৩১৭৮ নম্বর পাতায় লিপিবদ্ধ ০৭৪২৯ নম্বর আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সত্য গোপাল বনিক,** পিতা প্রয়াত হৃষিকেশ বনিক, সাং - বাসুদেবপুর কাঁচপুকুর পাড়, পোঃ-ত্রিবেণী, থানা - মগরা, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২৫০৩ কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত ক্ষমতাবলে জেলা - হুগলী, থানা - মগরা, মৌজা – ত্রিবেণী বৈকুন্ঠপুর, জে.এল নং - ৩৬, হাল খতিয়ান নং – ১৪৭৪/২, সাবেক দাগ নং ১৪৬, হাল দাগ নং ১৬২ দাগে ০.৮৭৭ একর জমি ছোট ছোট অংশে (প্লটে) বিভাজন করিয়া বিক্রয় করিয়াছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগন তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল. আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

Kunal Das (Advocate)
District Judge Court Hooghly

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৬ই জুলাই। ২১শে আষাঢ়। সোমবার। ষস্ঠি তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র ও বিংশত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ, সকাল ৯/৪৪ র ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি: আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তত্অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। বিবাদ, লগ্ন রাত ১১/৪২ র পর।)

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the Ld. Dist. Delegate, Hooghly, at Chinsurah
Ref. Act XXXIX Case no. 27/2025
Dipti Das … ………Petitioner
-vs-
Govt of W.B. Irrigation & waterways Directorate, Singur, ……………..Deponent

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী দিপ্তী দাস,** স্বামী- প্রয়াত প্রান গোবিন্দ দাস, সাকিম- খাগরাজোল, নারকেল বাগান, পোঃ ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১ অত্র চুঁচুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালতে তাহার একমাত্র পুত্র **প্রদীপ্ত দাস** (অবিবাহিত) এর প্রাপ্য টাকা ৮,১৩,৬৬৮ (আট লক্ষ তেরো হাজার ছয় শত আটষট্টি) টাকা যাহা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অধীনে **ইরিগেশন ওয়াটার ওয়েজ ডাইরক্টরেট ডিপার্টমেন্ট** পাওনা আছে উক্ত টাকা রিয়েলাইজেশন এর নিমিত্তে সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। উক্ত বিষয় কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের অন্দরে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় দরখাস্তকারী **শ্রীমতী দিপ্তী দাস** এর পক্ষে তাহার মৃত পুত্রের পাওনা বাবদ ৮,১৩,৬৬৮ (আট লক্ষ তেরো হাজার ছয় শত আটষট্টি) টাকা আদায়ের জন্য সাকসেশন সার্টিফিকেট ইসু করা হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিল বাবু
শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য্য
জেলা জজ আদালত, হুগলী

জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
হুগলী (সদর), চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়,পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রথযাত্রায় বিশেষ অনুদান, নির্বাচিত কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা দেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন রথযাত্রা উৎসবকে আরও সুষ্ঠু ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজনের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষ আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। নবান্নের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্যের নির্বাচিত রথযাত্রা কমিটিগুলিকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য প্রতিটি জেলায় বিশেষ সেবা শিবিরও তৈরি করা হবে। রাজ্য সরকারের ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জেলার প্রশাসনের সুপারিশের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট রথযাত্রা কমিটিগুলিকে এই অনুদান দেওয়া হবে। সব কমিটি এই সুবিধা পাবে না। কোন কমিটির রথের ঐতিহ্য, পরিসর এবং গুরুত্ব কতটা, সেই বিষয়গুলি বিবেচনা করেই চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হবে। পুণ্যার্থীদের জন্য প্রতিটি জেলায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিশেষ 'সেবা শিবির' গড়ে তোলা হবে। এই শিবিরে পানীয় জল, ওআরএস, প্রাথমিক চিকিৎসা, জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা থাকবে।

সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১৬ জুলাই শুরু হওয়া ৯ দিনের রথযাত্রা উৎসবের তিনদিন আগে, অর্থাৎ ১৩ জুলাই নির্বাচিত কমিটিগুলির হাতে অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হবে। রাজ্য প্রশাসনের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম রথযাত্রা উপলক্ষে সরকার সরাসরি এত বড় অঙ্কের আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করল। এর ফলে উৎসব আয়োজন যেমন আরও সুষ্ঠু হবে, তেমনই ভক্ত ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা এবং পরিষেবার মানও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অতীতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দুর্গাপুজোর বিভিন্ন ক্লাব ও পুজো কমিটিকে অনুদান দেওয়া হতো। তবে বর্তমান সরকার আগেই জানিয়েছে, সব কমিটিকে নয়, প্রকৃত প্রয়োজন রয়েছে এমন কমিটিগুলিকেই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। সেই নীতির ভিত্তিতেই রথযাত্রার ক্ষেত্রেও নির্বাচিত কমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের সবই পচা: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ক্ষমতাচ্যুত হতেই তৃণমূল ভেঙে খান খান। কারা ভালো, আর কারা খারাপ তৃণমূল। তা প্রমাণ করতে তৃণমূলে লড়াই অব্যাহত। রবিবার বিকেলে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ায় অভিনন্দন যাত্রায় অংশ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং এপ্রসঙ্গে বলেন, এই ফয়সালা বাংলার মানুষ করবে। কিন্তু আমাদের কাছে তৃণমূলের সবই পচে গেছে। প্রসঙ্গত, তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রীর পদ ছাড়লেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এই বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, যাদেরকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে, তাঁরা কোন দিকে আছে, সেটা দেখার দরকার আছে। প্রসঙ্গত, মধ্য কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নবনির্মিত মূর্তির বেদি ভাঙার অভিযোগ উঠেছে তা নিয়ে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী বলেন, কে বা কারা ভেঙেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এদিন গারুলিয়া পুরসভার সামনে থেকে অভিনন্দন যাত্রা শুরু করে পিনকল মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই এদিন অভিনন্দন যাত্রায় সাধারণ মানুষের ঢল নেমেছিল। হাজির ছিলেন নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল সিং, যুব নেতা আদিত্য সিং, গারুলিয়া মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় মালো, ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য বিজয় কুমার পাণ্ডে প্রমুখ।

তামিলনাড়ু থেকে হাওড়ায় আনা হল ৫০ বাংলাদেশি, সীমান্ত দিয়ে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে তামিলনাড়ুতে আটক ৫০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে রবিবার হাওড়ায় আনা হল। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ শুরু হয়েছে। হাওড়া স্টেশন থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বিশেষ বাসে করে উত্তর ২৪ পরগনার হরিদাসপুর সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। পুলিশ সূত্রে খবর, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৪ জন পুরুষ এবং ৬ জন মহিলা রয়েছেন। অভিযোগ, তাঁদের কারও কাছেই ভারতে থাকার বৈধ নথি ছিল না। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অধিকাংশই দালালের মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছিলেন। পরে কাজের সন্ধানে তামিলনাড়ুর বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পরিচয় গোপন করে বসবাস ও কাজ করছিলেন।

তামিলনাড়ু পুলিশের অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর আদালত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী প্রথমে তাঁদের সালেম জেলার একটি বিশেষ শিবিরে রাখা হয়েছিল। পরে কড়া নিরাপত্তায় সড়কপথে তিরুচিরাপল্লি নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে হাওড়া পাঠানো হয়।

রবিবার সকালে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন পৌঁছানোর আগেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। স্টেশন চত্বরে বিশেষ বাসও প্রস্তুত রাখা হয়। ট্রেন থেকে নামানোর পর নিরাপত্তার বলয়ে ওই ৫০ জনকে সরাসরি বাসে তোলা হয়। সাধারণ মানুষের প্রবেশও নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছিল।

প্রশাসন সূত্রে খবর, হরিদাসপুর সীমান্তে তামিলনাড়ু পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেবে। এরপর সীমান্তরক্ষী বাহিনী প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

উল্লেখ্য, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার কথা জানিয়েছে সরকার। সেই নীতির অংশ হিসেবেই বিভিন্ন জেলায় সন্দেহভাজন বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের জন্য হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, বৈধ নথি ছাড়া ধৃত বিদেশি নাগরিকদের আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

অন্নপূর্ণা যোজনায় বাদ পড়া আবেদন খতিয়ে দেখতে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন বাতিল হওয়া মহিলাদের নিয়ে রাজ্যজুড়ে তৈরি হওয়া অসন্তোষের মধ্যে নতুন আশ্বাস দিল রাজ্য সরকার। আবেদন কেন বাতিল হয়েছে এবং প্রকৃত যোগ্য কেউ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কি না, তা জানতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা চালানো হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মালতি রাভা রায়।

রবিবার কোচবিহারে এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এত বড় একটা কাজ। আমরা খুব অল্প সময়ে এত মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছি। তারপরও এসডিও, বিডিও এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন আবেদন বাতিল হল, সেই কারণ খতিয়ে দেখা হবে। এই বিষয়ে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লদীর ভাণ্ডারের পরিবর্তে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করেছে। গত ১ জুলাই প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩,০০০ টাকা করে পাঠানো হয়েছে। তার আগে প্রথম দফায় প্রায় ২৮ লক্ষ ২৫ হাজারের বেশি উপভোক্তা এই প্রকল্পের টাকা পেয়েছিলেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, আবেদন যাচাইয়ের সময় প্রায় ২৬ লক্ষ আবেদন অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরপর থেকেই বিভিন্ন জেলায় বহু মহিলা অভিযোগ করছেন, সমস্ত নথি জমা দেওয়ার পরও তাঁদের আবেদন বাতিল হয়েছে এবং তাঁরা প্রকল্পের অর্থ পাননি। এই ইস্যুতে একাধিক জায়গায় বিক্ষোভও হয়েছে। কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে ক্ষুব্ধ মহিলারা পুরসভায় গিয়ে প্রতিবাদ জানান। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রী মালতি রাভা রায় বলেন, যাঁরা প্রকৃত যোগ্য, তাঁদের কাউকেই বঞ্চিত হতে দেওয়া হবে না। আবেদন বাতিল হওয়ার প্রকৃত কারণ খুঁজে দেখা হবে। বিক্ষোভ প্রসঙ্গেও তিনি মন্তব্য করেন, কারা বিক্ষোভ করছেন, সেটাও দেখা হবে। তবে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিরাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

যুব সমাজকে মাঠমুখী করতে নৈশলোকে নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা শ্যামনগরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একটা সময় শহরতলির মাঠ থেকে উঠে আসা প্রতিভাবান ফুটবলারেরা কলকাতার মাঠগুলোতে দাপিয়ে বেড়াতেন। এখন সবই অতীত। রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী ক্রীড়াপ্রেমী অর্জুন সিং বারংবার শহরতলির মাঠগুলো থেকে ফের প্রতিভাবান ফুটবলার তুলে আনার বার্তাও দিচ্ছেন। যদিও নতুন প্রজন্ম ক্রমশ মাঠ থেকে দূরে সরে গিয়ে মোবাইলে বুঁদ হয়ে পড়ছে। সেদিকে নজর রেখেই টানা ১২ বছর ধরে শ্যামনগর অন্নপূর্ণা খেলার মাঠে নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছে স্থানীয় মৈত্রী বন্ধন ক্লাব। শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত চলে ৩২ টি টিমের এই ফুটবল প্রতিযোগিতা। উক্ত প্রতিযোগিতায় হাজির ছিলেন বাসুদেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুনীত কুমার মণ্ডল, ক্লাব সম্পাদক পার্থ প্রতিম সরকার, ক্রীড়াপ্রেমী শিবু সরকার ও সঞ্জয় সরকার প্রমুখ। নৈশলোকে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতা নিয়ে ক্রীড়াপ্রেমী শিবু সরকার জানান, শরীর ও মন সুস্থ রাখতে খেলাধূলার প্রয়োজন। কিন্তু নতুন প্রজন্ম ক্রমশ মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে। যুব সমাজকে মাঠমুখী করতে তাঁরা প্রতি বছর ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকেন।

১৫০ বছরের ট্রামে প্রযুক্তির ছোঁয়া, ওভারহেড তার ছাড়াই চলবে নতুন ট্রাম, জানাল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রাম পরিষেবাকে নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে ফের জনপ্রিয় করে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যেই ওভারহেড বিদ্যুতের তার ছাড়া ব্যাটারিচালিত ট্রাম চালুর রূপরেখা তৈরি হচ্ছে। একই সঙ্গে পুরনো ট্রাম পরিষেবার আধুনিকীকরণ ও নতুন রুট চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, ট্রাম কলকাতার ঐতিহ্যের অংশ। তাই ট্রামকে শুধু বাঁচিয়ে রাখাই নয়, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও উন্নত করে নতুন রুটেও পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ট্রাম পরিষেবার ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রাইটসকে। তাদের তৈরি ব্লুপ্রিন্টের ভিত্তিতেই ধাপে ধাপে প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে বর্তমানে যে কয়েকটি রুটে ট্রাম চলছে, সেগুলিকে আধুনিক করে পরিষেবা আরও কার্যকর করা হবে। এরপর ব্যাটারিচালিত, ওভারহেড তারবিহীন ট্রাম চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। এর ফলে শহরের সৌন্দর্য যেমন বজায় থাকবে, তেমনই রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৪ সালে কলকাতার প্রায় দেড়শো বছরের ট্রাম পরিষেবা কার্যত বন্ধ হওয়ার মুখে পৌঁছেছিল।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, কাঁকিনাড়া প্রখণ্ডের পক্ষ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কাঁকিনাড়া প্রখন্ড -সহ বজরং সংযোজক বিবেক রবিদাস, প্রখন্ডের সেবা প্রমুখ গৌতম সাও এবং প্রখন্ডের সহ-সচিব বিকাশ সাও নেতৃত্বে গঙ্গা ঘাট পরিষ্কার করার মাধ্যমে সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন হল। এছাড়াও, ব্যারাকপুর জেলা সৎসঙ্গ প্রমুখ রাজু সাও, প্রখন্ডের সভাপতি আনন্দ শর্মা, প্রখন্ডের সংযোজক কপিল সাও এবং সমস্ত কার্যকর্তারা উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

ব্যারাকপুর জেলা সামাজিক সমরসতা প্রমুখ আশীষ কুমার সাও বলেন যে, প্রতি বছর বজরং দল ভারতজুড়ে সেবা সপ্তাহ কর্মসূচির আয়োজন করে, এর উদ্দেশ্য হল হিন্দু সমাজকে একত্রিত করা, মঠ, মন্দির, শ্মশান, ধর্মীয় স্থান এবং সমাজে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং হিন্দু সমাজে বর্ণবৈষম্য দূর করা। বজরং দল হিন্দু সমাজের সেবা, সুরক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ড.শ্যামাপ্রসাদের জন্মবার্ষিকীতে আজ রাজ্যজুড়ে সরকারি ছুটি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পালন বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ, ৬ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পূর্ণদিবস সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। নবান্নের অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এদিন সরকারি দপ্তর, সরকারি ও সরকার-পোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং ব্যাঙ্কের শাখা বন্ধ থাকবে। শুধু ছুটি ঘোষণা করেই থেমে থাকেনি রাজ্য সরকার। শিক্ষা দপ্তর পৃথক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, ছুটির দিন হলেও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী পালন করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা, বক্তৃতা, কুইজ ও বিতর্ক সভার আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজকের অনুষ্ঠান শেষে সেই কর্মসূচির ছবি ও ভিডিও নির্দিষ্ট ই-মেল মারফত শিক্ষা দপ্তরে পাঠাতে হবে বলেও জানানো হয়েছে। একই নির্দেশ অনুসরণ করে রাজ্যের সমস্ত স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসাও আজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উদ্‌যাপনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি জেলায় আলাদা কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলাশাসকের নেতৃত্বে গঠিত ওই কমিটিতে পুলিশ সুপার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। বিভিন্ন জেলার কর্মসূচির সমন্বয় ও তদারকির দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির উপর।

এদিকে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর সফরসূচিতে ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদের পৈতৃক বাড়িতে শ্রদ্ধা নিবেদন, নিউটাউনের ইকো পার্কে প্রস্তাবিত ১২৫ ফুট উচ্চতার মূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে। রাজ্য সরকারের ছুটি ঘোষণা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর, দুই মিলিয়ে আজ ড.শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী এ রাজ্যে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হতে চলেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৬ জুলাই ২০২৬, ২২ আষাঢ় ১৪৩৩, সোমবার

স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান দুষ্মন্ত নারিয়ালা

স্বচ্ছ নিয়োগের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের (ডব্লিউবিসিএসএসসি) -এর নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেলেন প্রবীণ আইএএস আধিকারিক দুষ্মন্ত নারিয়ালা। রবিবার সমাজমাধ্যম 'এক্স'-এ এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে তিনি স্বচ্ছ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পোস্টে লেখেন, রাজ্যবাসীর কাছে আমাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ছিল, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা আনা হবে এবং নিয়োগ কমিশনগুলোকে রাজনৈতিক সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রেখে ইউপিএসসি-র মডেলের ধাঁচে গড়ে তোলা হবে।

তিনি আরও জানান, বাজেটে শূন্য পদে নিয়োগের ঘোষণা করার সময়ই আমরা স্পষ্ট বলেছিলাম, নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও কমিটিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকবেন না। আমাদের সরকার সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যেই দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে কমিশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে রাজ্যের অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বরিষ্ঠ আইএএস আধিকারিক দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে নিয়োগে মেধাকেই একমাত্র মানদণ্ড করা হবে বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লেখেন, মেধা এবং যোগ্যতাই হবে চাকরি পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি। অতীতের দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের আমলে যে অন্যায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির নজির তৈরি হয়েছিল, তার কোনও স্থান এই নতুন পশ্চিমবঙ্গে নেই। এদিন পোস্টের শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়াই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। যুবসমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে আমাদের এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সেবাশ্রয় ইস্যুতে অভিষেককে নিশানা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

দুর্নীতি প্রমাণিত হলে আইনি পদক্ষেপের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খড়গপুরে আইআইটি খড়গপুরের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেককে আক্রমণ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর। সেবাশ্রয় হাসপাতাল সংক্রান্ত বিতর্কে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। এই দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, আইন অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানান মন্ত্রী।

এদিন সেবাশ্রয় হাসপাতাল প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের পাতায় চলে গিয়েছেন। এরপর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পাতায় থাকবেন। ওখানে জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওনাকে সেখানে পাঠানো হবে। অভিষেককে আগাম গারদ শুভেচ্ছা।

হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলে শারদ্বত মুখোপাধ্যায় দাবি করেন, সেবাশ্রয়ে যা ঘটেছে, তা আর কোনওদিন হওয়া উচিত নয়। সেখানে যে মেশিন বসানো হয়েছিল এবং যাঁদের চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তার অনেক কিছুই নিয়মমাফিক ছিল না। যোগ্য চিকিৎসকের বদলে আয়ুষের পড়ুয়ারা কাজ করেছিলেন। এই ঘটনায় দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাধীনভাবে তদন্ত করছে, পাশাপাশি পুলিশও পৃথকভাবে তদন্ত চালাচ্ছে।

তিনি আরও জানান, যে সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ আমাদের হাতে আসছে, তা পুলিশ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে পাঠানো হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর, প্রশাসন বা রাজনৈতিক ক্ষেত্র, যেই দোষী হোক না কেন, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলার দায় কাউকে না কাউকে নিতেই হবে।

পাশাপাশি এদিন হাসপাতালে ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র উদ্ধারের প্রসঙ্গেও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, এ ধরনের ঘটনা শুধু হাসপাতালে নয়, বিভিন্ন স্কুল-কলেজেও দেখা গিয়েছে। ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র তৈরি ও বিক্রির সংস্কৃতি আগের সরকারের আমলে গড়ে উঠেছিল। এই নথি ব্যবহার করে ভুয়ো ভোটার ঢোকানোর চেষ্টাও হয়েছিল। ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট তৃণমূল কংগ্রেসের একটা শিল্প। একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও সেবাশ্রয় ইস্যুতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন। তিনি বলেন, আয়ুষের ডাক্তারি পড়ুয়াদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন নিজের কাজ করবে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন। যদিও সেবাশ্রয় হাসপাতালকে ঘিরে ওঠা অভিযোগের তদন্ত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর এবং পুলিশ, দুই পক্ষই পৃথকভাবে তদন্ত চালাচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গ মামলায় অভিষেকের উত্তরে সন্তুষ্ট নয় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একাধিক মামলার ফাঁসে তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তাঁর বিরুদ্ধে গাড়ির ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গ মামলা। অবশেষে কালীঘাট থানায় নথি জমা দিলেন সাংসদ। রবিবার এক প্রতিনিধি মারফত নথি জমা দেন অভিষেক। সঙ্গে নিজের লেটার হেডে কারণ ব্যাখ্যাও করে সব কিছু জানিয়েছে অভিষেক। কিন্তু জানা যাচ্ছে, অভিষেকের দেওয়া নথিতে সন্তুষ্ট নয় পুলিশ। ফের নথি চাওয়া হতে পারে অভিষেকের থেকে।

সূত্রের খবর, এই মামলায় অভিষেকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, অভিষেক যে গাড়িটি ব্যবহার করেন তা কার নামে কেনা এবং কবে কেনা হয়েছে গাড়িটি সে। সঙ্গে এও জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, গাড়ি কেনার পর থেকে চালক কে কে ছিলেন। যাঁরা এই গাড়িটি চালিয়েছেন, অর্থাৎ পূর্বতন প্রত্যেক চালকের নাম, পরিচয়, মোবাইল নম্বর কী যাবতীয় তথ্য জানতে চাওয়া হয় অভিষেকের কাছে। পাশাপাশি উল্লেখ্য, সম্প্রতি দেখা যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেড প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা প্রত্যাহার করার পর তাঁর গাড়িতে বেশ কয়েকজনকে ঝুলতে থাকেন। গাড়িতে যাঁদের ঝুলতে দেখা যায় তাঁদের নাম, পরিচয়ও জানতে চাওয়া হয়েছে কালীঘাট থানার তরফ থেকে। সঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে, এঁদের মধ্যে পুলিশের কি কেউ রয়েছেন কিনা তাও। পাশাপাশি জানতে চাওয়া হয়েছে যাঁদের ঝুলতে দেখা যায়, তারা যদি বেসরকারি রক্ষী হয়ে থাকেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ আছে কিনা সে ব্যাপারেও।

প্রসঙ্গত, সোনারপুরে অভিষেকের ওপর ডিম ছোড়ার ঘটনায় রাজ্যে বিজেপির সরকার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক্স ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এদিকে নজরে আসছে, অভিষেকের গাড়ির দু'ধারে চার জন ঝুলছেন। আর এখানেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন করেন, এঁরা কারা আর কেনই বা তাঁরা এভাবে ঝুলে যাচ্ছেন। এবার তাঁদের ডিটেইলস চাইছেন তদন্তকারীরা।

গুলশান কলোনির কুখ্যাত দুষ্কৃতী মহম্মদ ফিরোজ পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার আনন্দপুর থানা এলাকার ত্রাস তথা গুলশান কলোনির কুখ্যাত দুষ্কৃতী মহম্মদ ফিরোজ খান ওরফে 'মিনি ফিরোজ' ফের পুলিশের জালে। এবার শুধু সে একাই নয়, তার ছায়াসঙ্গী মহম্মদ সাজিদকেও গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখা। শনিবার ডানকুনি টোল প্লাজায় গাড়ি চেপে অন্যত্র পালানোর সময় ওত পেতে থাকা পুলিশ কর্তারা হাতেনাতে পাকড়াও করেন এই দুই অভিযুক্তকে। অস্ত্র আইন-সহ বিভিন্ন গুরুতর ধারায় মিনি ফিরোজের বিরুদ্ধে এর আগেই অন্তত ৩৭টি মামলা ঝুলছে লালবাজারে।

আনন্দপুর এলাকার অপরাধ জগতের রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষের সঙ্গে মিনি ফিরোজের ক্ষমতার লড়াই চলছিল। সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ্য করে তাঁর বাড়ির সামনেই যে খুনের চেষ্টা ও গুলি চালনার ঘটনা ঘটে, তাতেও অন্যতম মূল চক্রী হিসেবে নাম উঠেছিল এই মিনি ফিরোজের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৩ জুন তপসিয়া থানায় ফিরোজ এবং সাজিদের বিরুদ্ধে নতুন করে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই একটি নতুন এফআইআর রুজু করে তদন্তে নামেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। তদন্তের অগ্রগতির মাঝেই গোপন সূত্রে খবর আসে, গাড়ি নিয়ে রাজ্য ছাড়ার পরিকল্পনা করছে ফিরোজরা। সেই সূত্র ধরেই শনিবার ডানকুনির টোল প্লাজায় ফাঁদ পাতে গুন্ডা দমন শাখা। গাড়িটি টোল প্লাজা পার হওয়ার মুহূর্তেই চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে গ্রেপ্তার করা হয় দু'জনকে।

এই মিনি ফিরোজের অপরাধের খতিয়ান বেশ দীর্ঘ। গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আনন্দপুরের গুলশান কলোনিতে বন্দুক উঁচিয়ে ব্যাপক তাণ্ডব চালায় একদল দুষ্কৃতী। সেই অস্ত্রবাজি ও অশান্তির নেপথ্যে মূল মাথা হিসেবে নাম জড়ায় ফিরোজের। ঘটনার পর বাকি সাগরেদরা ধরা পড়লেও চতুর ফিরোজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায়।

তবে ফেরার অবস্থাতে থেকেও তার ঔদ্ধত্য কমেনি। এলাকা ছাড়া হলেও নিয়মিত সমাজমাধ্যমে সক্রিয় ছিল ফিরোজ এবং মাঝেমধ্যেই নিজের ভিডিও আপলোড করছিল। পরবর্তীতে পুলিশ প্রযুক্তিগত নজরদারি ও গোপন সূত্রের মারফত জানতে পারে যে সে দিল্লিতে ডেরা বেঁধেছে। এর পরই কলকাতা পুলিশের একটি বিশেষ দল দিল্লিতে হানা দিয়ে ফিরোজ ও সাজিদকে প্রথমবার গ্রেপ্তার করে। এরপর বেশ কিছুদিন জেল হেপাজতে কাটিয়ে সম্প্রতি আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছিল ফিরোজ ও সাজিদ। কিন্তু জেলের বাইরে পা রাখতেই ফের তারা পুরনো অপরাধের দুনিয়ায় পা বাড়ায়, যার জেরে নতুন করে দায়ের হয় এই মামলা।

মহাজাতি সদনে আয়োজিত সংকল্প সৃষ্টি শিক্ষা সম্মান অনুষ্ঠানে সামিল হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। ছবি: অদিতি সাহা

অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদন যাচাইয়ে কড়া নির্দেশ, ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অন্নপূর্ণা যোজনায় কোনও যোগ্য আবেদনকারী যাতে বঞ্চিত না হন এবং অযোগ্য কেউ যাতে সুবিধা না পান, তা নিশ্চিত করতে কড়া নির্দেশ দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। আবেদন যাচাইয়ের কাজ দ্রুত শেষ করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য মোট ১ কোটি ৬২ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১ কোটি ২২ লক্ষ আবেদন অনুমোদন পেয়েছে। অন্যদিকে, প্রাথমিক যাচাইয়ে ২৭ লক্ষ ৮৩ হাজার আবেদন বাতিল করা হয়েছে। আয়কর প্রদান, তিনটির বেশি পাকা বাড়ির মালিকানা-সহ বিভিন্ন নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে এই আবেদনগুলি বাতিল হয়েছে।

তবে মুখ্যসচিব স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, বাতিল হওয়া প্রতিটি আবেদনই মাঠ পর্যায়ে গিয়ে পুনরায় খতিয়ে দেখতে হবে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তদন্তের রিপোর্ট নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করতে হবে। রবিবার থেকেই এই যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে এবং আগামী সাত দিনের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে অফলাইনে জমা পড়া আবেদনগুলিকেও ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথিভুক্ত করে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে অনুমোদন বা বাতিলের সুপারিশ আপলোড করতে বলা হয়েছে।

আধার বা ব্যাংক সংক্রান্ত সমস্যার কারণে কোনও যোগ্য উপভোক্তা যাতে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, সেই বিষয়েও জেলা প্রশাসনকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। উল্লেখ্য, অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনপত্রে আবেদনকারীর পরিবারের সর্বাধিক চার সন্তানের টিকাকরণের তথ্য এবং তাঁরা কোন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেন, সেই তথ্যও বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করতে হচ্ছে।

এই প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত পরিবারগুলিকে প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি রাজ্য পরিচালিত বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধাও মিলবে। সরকারের লক্ষ্য, প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে দ্রুত এই সুবিধা পৌঁছে দেওয়া।

সুমিতের খোঁজে দেবরাজকে জিজ্ঞাসাবাদ বেঙ্গল এসটিএফের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমি কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত অভিষেকের পিএ সুমিত রায় এখনও পলাতক। তাঁর খোঁজে মধ্যরাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল পুলিশ। এবার সুমিতের খোঁজে দেবরাজ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে তাঁকে টানা জেরা করে বেঙ্গল এসটিএফ। পুলিশ সূত্রে খবর, দেবরাজের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সুমিতের। সেক্ষেত্রে, দেবরাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সুমিতের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে পুলিশ।

এদিকে, পুলিশ সূত্রে খবর, সুমিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল দেবরাজের। সম্প্রতি, তোলাবাজি, হুমকি, প্রতারণা-সহ একাধিক অভিযোগে দেবরাজকে গ্রেপ্তার করেছে বেঙ্গল এসটিএফ। হেপাজতে নিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আর সেই কারণেই এবার সুমিতের খোঁজ পেতেও তাঁকেও জেরা করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শনিবার রাত সাড়ে দশটায় বাগুইআটি থানায় দেবরাজ চক্রবর্তীকে লাগাতার জেরা করা হয়। প্রশ্ন একাধিক। কোথায় রয়েছেন অভিষেকের পিএ সুমিত রায় আর দেবরাজের তোলাবাজির টাকা কি সুমিতের কাছে যেত কি না। এই সব তথ্য পেতে এরপরও দেবরাজকে জেরা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তোলাবাজির মামলায় হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁর এবং অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধে সম্পত্তি বহির্ভূত সম্পদ সংক্রান্ত মামলার তদন্ত শুরু করবে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। সূত্রের খবর, বর্তমানে যে মামলায় হেপাজতে রয়েছেন তিনি তার মেয়াদ শেষ হলে দেবরাজ চক্রবর্তীকে বারাসাত আদালতে পেশ করে বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারির দায়ের করা মামলায় তাঁকে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে। ওই মামলাটি ভোটের আগে দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল। ওই মামলায় হেপাজতে নিয়ে দেবরাজ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদের পর অদিতি মুন্সিকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রয়োজনে তদন্তের স্বার্থে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হতে পারে দেবরাজ-অদিতিকে। সম্পত্তি বহির্ভূত সম্পদ সংক্রান্ত মামলায় দু'জনের বয়ান মিলিয়ে দেখার পরই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

বঙ্গের আকাশে মেঘের ঘনঘটা, ধরা পড়ল ইসরোর স্যাটেলাইটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরে সক্রিয় মৌসুমি বায়ু। তার জেরে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি ইসরো-র স্যাটেলাইট ছবিতে মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের আকাশে বিশাল মেঘের ঘনঘটা ধরা পড়েছে। এদিকে মৌসম ভবন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্রের উপকূলেও প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে এও জানানো হয়েছে যে ইসরোর স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা যাচ্ছে, উত্তর বঙ্গোপসাগরের উপর বেশ ঘন ক্লাউড ফর্মেশন তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা। এই মেঘ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। ইনফ্রারেড ছবিতে দেখা যাচ্ছে, মেঘের উপরের অংশ উজ্জ্বল সাদা এবং ঠান্ডা। এর অর্থ খুব সহজ। এই ধরনের মেঘ সাধারণত শক্তিশালী বজ্রগর্ভ মেঘের ইঙ্গিত দেয়। এমন মেঘ হলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি প্রায় নিশ্চিত বলা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণেই বঙ্গোপসাগর। তাই মেঘের জলীয় বাষ্পের অভাব নেই। অনুকূল ঊর্ধ্ববায়ু সঞ্চালন হচ্ছে। ফলে মেঘ দ্রুত উল্লম্বভাবে

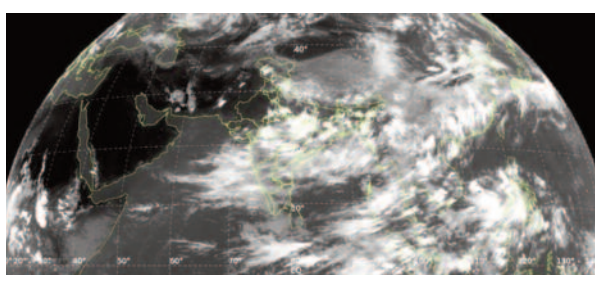

বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবহাওয়াবিদদের অনুমান, রাজ্যের একাধিক জেলায় দফায় দফায় বৃষ্টি আসবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। আর এই সিস্টেম ধীরে ধীরে স্থলভাগে প্রবেশ করছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও বৃষ্টির দাপট বাড়বে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও অতিভারী বৃষ্টিও হতে পারে।

অন্যদিকে, আরব সাগরের উপরও একই রকম একটি সিস্টেম অ্যাকটিভ রয়েছে। দুই সমুদ্রেই একসঙ্গে মৌসুমি বায়ুর এই অ্যাকটিভিটি। এবার বর্ষার শুরুতে বৃষ্টির ঘাটতি ছিল। তবে এই জোড়া মেঘমালায় সেই ঘাটতি অনেকটাই পূরণ হতে পারে। ফলে বাড়ছে দুর্যোগের আশঙ্কাও। অতিবৃষ্টির ফলে শহরাঞ্চলে জল জমা, পাহাড়ি এলাকায় ধস এবং যাতায়াত ব্যবস্থায় সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পাশাপাশি মৌসম ভবন জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গ, কোঙ্কন, গোয়া এবং মহারাষ্ট্রের একাধিক এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দমকা হাওয়াও বইতে পারে।

মেসিকাণ্ডে ফের অস্বস্তিতে অরূপ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেসিকাণ্ডে ফের অস্বস্তিতে অরূপ বিশ্বাস। কারণ, ৭ জুলাই প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছে বিধাননগর দক্ষিণ থানা। মঙ্গলবার সকাল ১১টার মধ্যে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে তিনবার হাজিরা এড়িয়েছিলেন অরূপ। পরে আদালতের নির্দেশের ১৮ জুন প্রথম থানায় হাজিরা দেন। এবার ওই মামলায় আরও একবার তলবের নোটিস পাঠানো হল প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে।

গতবছর ডিসেম্বর মাসে যুবভারতীতে মেসির ইভেন্টে বিশৃঙ্খলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আয়োজক শতদ্রু দত্ত। প্রশ্ন উঠেছিল তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভূমিকা নিয়েও। পরে শতদ্রু জামিনে মুক্তি পান। পালাবদলের পর অরূপের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন শতদ্রু। টিকিট ব্ল্যাক, আর্থিক প্রতারণা, ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তোলা হয় অরূপের বিরুদ্ধে। এরপরই অরূপকে তলব করে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। একাধিকবার তাঁকে তলবের নোটিস দিলেও হাজিরা এড়িয়ে যান অরূপ। এরপর এই ঘটনা পৌঁছয় কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, পুলিশের দ্বারা নির্ধারিত দিনে হাজিরা দিতেই হবে অরূপ বিশ্বাসকে।

সম্পাদকীয়

কাটছে রাহুর দশা, পরিবর্তনের বাংলায় আসছে নয়া শিল্পনীতি, আসছে বড় বিনিয়োগ

রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দু'মাসের মধ্যেই কাটছে রাহুর দশা। পরিবর্তনের বাংলায় আসছে নয়া শিল্পনীতি, আর তার হাত ধরে আসতে চলেছে বড়সড় বিনিয়োগ। লগ্নি ও কর্মসংস্থানের জোড়া সম্ভাবনায় ফুটছে বাংলা। প্রথমে আসা যাক শিল্পনীতিতে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, শুধু একটি বা দু'টি আলোচিত প্রকল্পই নয়, চলতি বছরের মধ্যে আরও বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট লগ্নির প্রস্তাব ঘোষণা করা হবে। তবে তার আগে রাজ্যে একটি ত্রুটিহীন ও স্পষ্ট শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়তে চাইছে সরকার। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার একটি বিশেষ ক্যাবিনেট সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি তৈরি করছে রাজ্যের নয়া শিল্প নীতি। সব ঠিক থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরেই নতুন সরকারের প্রথম শিল্প সম্মেলন বা বিজনেস সামিট আয়োজিত হতে পারে। মনে করা হচ্ছে, সেই সম্মেলন মঞ্চেই আত্মপ্রকাশ করবে রাজ্য সরকারের নয়া শিল্প নীতি। জমি দেওয়া থেকে শুরু করে আগাগোড়া একটি শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করাই লক্ষ্য প্রশাসনের। একই সঙ্গে সিঙ্গুর অধ্যায়ের কালো অতীত ভুলে ফের টাটা গোষ্ঠীকে বাংলায় ফেরানোর তোড়জোড়ও চলছে। এই নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি আগের সরকার ফিরিয়ে দিয়েছিল, তবে সিঙ্গুরের কৃষকরা এখনও শিল্পের জন্য জমি দিতে আগ্রহী। টাটাকে ওখানেই জমি দেওয়া হবে, এমন কিছু চূড়ান্ত না হলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাইছে টাটা গোষ্ঠী যেন রাজ্যে একটি আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট এবং ডেটা সেন্টার গড়ে তোলে। বিষয়টি নিয়ে খুব শিগগিরই টাটা গোষ্ঠী ও নবান্ন সরাসরি আলোচনা বসছে। এর পাশাপাশি নড় আকারের দু'একটি বিনিয়োগ নিয়ে কথাবার্তা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে নিউটাউনে আদানি হেল্‌থ সিটি চূড়ান্ত পর্যায়ে। এছাড়াও সব ঠিক থাকলে খুব শিগগিরই রাজ্যে আসতে চলেছে আরও ২,১০০ কোটি টাকার লগ্নি। এর মধ্যে একটি হোসিয়ারি এবং অপরটি ইস্পাত। সবমিলিয়ে এই রাজ্যের শিল্পে রাহুর দশা কাটার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

শ্যামাপ্রসাদ রয়েছেন আমাদের স্মরণে মননে

সুবল সরদার

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামটা উচ্চারণ করলেই বাঙালির বুকের ভেতর একটা আলাদা গর্ব জেগে ওঠে। তিনি শুধু একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, ছিলেন শিক্ষক, আইনজীবী, সংস্কৃতির ধারক। আজও তিনি আমাদের শরণে-মননে আছেন, কারণ তাঁর আদর্শ, তাঁর ত্যাগ আর তাঁর দেশপ্রেম সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায় জন্ম। পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, যিনি ক্ষ্মবাংলার বাঘক্ষ্ম নামে পরিচিত। সেই পরিবারের রক্তে ছিল পড়াশোনার প্রতি অগাধ ভালোবাসা। ৩৩ বছর বয়সে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন । তখন তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য। তাঁর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক হয়েছে, গবেষণা নতুন দিশা পেয়েছে। আইনজীবী হিসেবেও তিনি কলকাতা হাইকোর্টে খ্যাতি অর্জন করেন। যুক্তি আর বাগ্মিতায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শ্যামাপ্রসাদ প্রথমে প্রাদেশিক রাজনীতিতে আসেন। বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তিনি পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানে যেতে দেননি। তাঁর কূটনৈতিক প্রচেষ্টাতেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ থাকে। স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী। শিল্পায়ন, শরণার্থী পুনর্বাসন ; সব ক্ষেত্রেই তাঁর দূরদর্শিতা ছিল। পরে নেহেরুর নীতির সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় তিনি মন্ত্রিত্ব ছাড়েন। ১৯৫১ সালে গড়ে তোলেন ভারতীয় জনসংঘ। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল ক্ষ্মএক দেশ, এক নিশান, এক বিধানক্ষ্ম। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন, ভারতের এক ইঞ্চি জমিও আলাদা আইনে চলতে পারে না। ১৯৫৩ সালে বিনা পারমিটে কাশ্মীরে প্রবেশ করার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীনগরের জেলে থাকাকালীন ২৩ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র ৫২ বছর বয়সে এই অকাল প্রয়াণ আজও প্রশ্নের জন্ম দেয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যু বৃথা যায়নি। তাঁর দেখানো পথ ধরেই পরবর্তীকালে অনেক আন্দোলন হয়েছে। তাঁর পথ 'ভারতীয় জনসংঘ' থেকে আজকের ভারতীয় জনতা পার্টি। শ্যামাপ্রসাদ আমাদের শেখান আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে। তিনি শেখান, শিক্ষা ছাড়া জাতি এগোয় না। তিনি শেখান, দেশের স্বার্থে আপস নয়। বাংলা আজ যে সংস্কৃতি আর জাতীয়তাবাদের কথা বলে, তার শিকড়ে তাঁর চিন্তা আছে। তাই ঝড়-ঝাপটায়, রাজনীতির ওঠা-পড়ায় আমরা যখন দিশা হারাই, তখন শ্যামাপ্রসাদের কথা মনে পড়ে। তিনি আমাদের বিবেক। তিনি আমাদের সাহস। শ্যামাপ্রসাদ শুধু ইতিহাসের পাতায় নেই। তিনি আমাদের প্রতিদিনের লড়াইয়ে, আমাদের কথায়, আমাদের স্বপ্নে আছেন। যতদিন বাংলা থাকবে, যতদিন ভারত থাকবে, ততদিন শ্যামাপ্রসাদও আমাদের শরণে-মননে থাকবেন। ৬ ই জুলাই তাঁর জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা করে বাংলা, বাঙালি আজ গর্বিত। ২০২৬ সালে ৬ই জুলাই বঙ্গ তথা সারা দেশে সগৌরবে তাঁর জন্মদিন পালিত হবে।

আজ শ্যামাপ্রসাদের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

শ্যামাপ্রসাদের প্রতি রাজনৈতিক বিদ্বেষে অপপ্রচার অব্যাহতই

শান্তনু রায়

ইদানীং বিশেষত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার পর বিপুল জনাদেশ নিয়ে প্রথমবার ক্ষমতায় আসীন বিজেপি সরকারের উদ্যোগে ২০শে জুন ধুমধাম করে পশ্চিমবঙ্গ দিবস সরকারিভাবে পালনের পর আগামী ৬ই জুলাই সেই মানুষটির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে সরকারিভাবে উদযাপনের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নতুন করে শুরু হয়েছে কাটাছেঁড়ার নামে অপপ্রচারে একদিকে একইসঙ্গে রাজ্যগঠনে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকার লঘুকরণ ও দেশভাগের জন্য তাঁকেই দায়ী করার দ্বিচারিতা অন্যদিকে তাঁকে হেয় করতে লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলার আরেক বরেণ্য সন্তান সন্ন্যাসী দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে । তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে অত্যুতসাহী সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে শূন্যের খরা কাটানো দুটি দল-কখনো সুভাষচন্দ্রের কিছু উক্তির বিকৃত প্রয়োগে কখনো মিথ্যা মনগড়া 'তথ্য'প্রচার করে ।

অথচ বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের একাধারে উদগাতা ও প্রতীক যে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন পরাধীনতার যুগে বামপন্থার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা তাঁকেই একদা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল traitor, 'কুইসলিং' 'তোজোরকুকুর', তাঁর দলকে আখ্যা দেওয়া হল fifth column একটি দল থেকে। . মরণপন লড়াইকরে যখন আগুয়ান আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফলের দ্বারপ্রান্তে তখন 'পিতৃভূমি'র স্বার্থে সেই চক্র সীমাহীন অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যে ঘোষনা করেছিল "If Subhash Bose returns we will greet him with bullet"

আবার অপরদলের একজন সদর্পে আস্ফালন করেছিলেন- "The way Subhas Bose has chosen is naturally wrong....I cannot accept but must oppose . I will receive him with open sword" তাই বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতুকও জাগে যখন একদিকে এঁদের কাছ থেকে দেশপ্রেম,জাতীয়তাবোধ,ধর্মনিরপেক্ষতা এবং প্রগতিশীলতা বা বামপন্থা ইত্যাদির বানী শুনতে হয়। এঁরাই এখন সুভাষচন্দ্র পরবর্তী বাংলার জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্যামাপ্রসাদের ভাবমূর্তি মলিন করতে একদা ব্রাত্য সুভাষের উক্তিকে মূলধন করে অপব্যাখ্যায় অপপ্রচারে ব্যাপৃত।

আশ্চর্য হতে হয় এখনো শ্যামাপ্রসাদ অনুগামী রাজনৈতিক শক্তির প্রতি জনমানসে বিরূপতা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইতিহাসপুরুষ সুভাষচন্দ্রের কোন ভাষণের অংশকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে কারসাজির মাধ্যমে অসত্য আখ্যান নির্মানপূর্বক সেটি হিন্দু মহাসভার অস্যার্থে শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে নেতাজির উক্তি বলে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও মিথ্যা কুৎসা প্রচারের প্রয়াসে।

এও অদ্ভুত যে দল তার দু'বারের নির্বাচিত সভাপতিকে হেনস্তা করে বিতাড়ন করে এবং একটি পরিবারের সর্বগ্রাসী চাহিদাকে প্রশ্রয় দিতে দেশের জন্য সর্বত্যাগী সেই বঙ্গসন্তানের সব অবদান বিস্মরণ ঘটিয়ে তাঁকে প্রান্তকায়িত করায় সক্রিয় বরাবর এবং যে দলের দিল্লীশ্বর দেশের স্বার্থ অপেক্ষা বন্ধুকৃত্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাসা ভাসা আন্তর্জাতিকতার মোহে বিভোর হয়ে আরেক নির্ভীক বঙ্গসন্তান, তাঁর সঙ্গে চোখে চোখ রেখে নির্ভীক প্রত্যয়ে যুঝে যাওয়া মন্ত্রীসভার সদ্য প্রাক্তন সহকর্মীর রহস্যমৃত্যুর কিনারায় পুত্রহারা মায়ের আকুতিও ফিরিয়ে দিতে পারেন সে দলের পক্ষ থেকে দলীয় স্বার্থে বিশেষ একটি পরিবারের মুখ রক্ষার্থে বাংলার সেই দুই বরেণ্য দেশপ্রেমিকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াস দেখে।

প্রসঙ্গত কোলকাতার একটি বাংলা দৈনিকের ১৯৪০ এর ১৪ই মে'র সংস্করনে প্রকাশিত ওই বছরের ১২ই মে'র ঝাড়গ্রামে দেওয়া সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার (যার বিবরণ অন্যকোন সংবাদপত্রে বা কোন গ্রন্থে অপ্রকাশিত)একটি অংশ উদ্ধৃত করে বছর দুই আগে কিছুদিন ধরে সমাজমাধ্যমে ঘোরা Netaji Subhas Chandra Bose on Hindu Mahasabha শীর্ষক ইংরেজিতে লেখা একটি পোস্টএ বলা হয়েছিল ঐ বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র নাকি হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ঘোর সমালোচনা করে তাঁদেরকে জাতীয় রাজনীতির পরিসর থেকে নির্বাসন দিতে বলেছিলেন এবং নিচে গাঢ় করে লিখে দেওয়া হয়েছিল-Banish these traitors from national life. Don't listen to them. এও অকল্পনীয় যে সমাজমাধ্যমে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রচারনার ভিত্তিতে ও সমর্থনে বছর দুই আগে লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন নেহরু অনুগামী ঐ বাংলা দৈনিকে এক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধও প্রকাশিত হয়ে গেল 'হিন্দুত্ববাদী' রাজনীতিকে নিন্দামন্দ করতে। অথচ সংবাদ প্রতিবেদনের উল্লেখিত ঐ অনুচ্ছেদের পরেই 'দক্ষিণপন্থীদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির তীব্র নিন্দা করিয়া শ্রীযুক্ত বসু বলেন জনমত উপেক্ষা করিয়া কৃত্রিম অ্যাডহক কমিটি বাংলা দেশে চাপাইয়াছেন। তাঁহারা দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন(নিম্নরেখ এই নিবন্ধকারের)। এই বিশ্বাসঘাতকদিগকে আপনারা রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে সরাইয়া দিন। তাহাদের কথা কেহ শুনিবেন না' বলে যে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদটি ছিল,তা নিবন্ধে বা সমাজমাধ্যমের পোস্টে উদ্ধৃত বা উল্লেখিত হয়নি হয়ত সচেতনভাবেই।অর্থাৎ 'ব্যানিশ দিস ট্রেটারস ফ্রম ন্যাশন্যাল লাইফ ডোন্ট লিসন টু দেম' এই কঠোর বাক্যটি সুভাষচন্দ্র প্রয়োগ করেছিলেন কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের প্রতি,হিন্দু মহাসভার প্রতি নয় তার রাজনীতি সমালোচনা করলেও । কিন্তু সমাজমাধ্যমে ছড়ানো ইচ্ছাকৃত বিকৃত ঐ পোস্টটির আখ্যানের গুরুতর পার্থক্য বা বিচ্যুতি সত্ত্বেও সেটিকেই শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অস্ত্র হিসেবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল নিবন্ধটিতে - সুভাষচন্দ্র কত অপছন্দ করতেন শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর রাজনীতিকে এ বোঝাতে । আসলে কংগ্রেসের তৎকালীন হাইকম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নেতাজির ঐ কঠোরতর উক্তিটিকে দেশের লোকসভা নির্বাচনে তৎকালীন প্রচণ্ড আকচা-আকচি'র আবহে জালিয়াতি করে হিন্দুমহাসভার বিরুদ্ধে বলে (অপ)প্রচারের মাধ্যমে সুকৌশলে 'হিন্দুত্ববাদীদের' (পড়ুন বিজেপির) একহাত নেওয়ার অসদুদ্দেশ্যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল যাতে একশ্রেণীর সাধারন পাবলিক সেটি খাবে ভালো।

উল্লেখ্য ঝাড়গ্রামের ঐ ভাষণের মাত্র এক সপ্তাহকাল আগে ৪ঠা মে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দলীয় মুখপত্রে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল-কংগ্রেস এই নিষেধাজ্ঞা(হিন্দু মহাসভা ও মুসলীম লীগ সম্পর্কে) আরোপের পর হইতে কোন কোন মহলে এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করার প্রবণতা সৃষ্টি হইয়াছে।সামাজিক অস্পৃশ্যতা ত্যাগের চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতাকে উৎসাহিত করিতেছি।সুতরাং যখনই এই সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করা হয় তখনই অনেকে যেন আৎকাইয়া উঠেন।বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ক্ষেত্রে ইহা ঘটে যখন ইহা নাগরিক প্রশাসন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রথমে হিন্দু মহাসভা ও পরে মুসলীম লীগের সহিত একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করে। কংগ্রেসী নীতির আলোকে বিচার করিলে উল্লিখিত আপোষ-রফা (হিন্দু মহাসভার সঙ্গে)ছিল আলোচনার উর্দ্ধে।তৎসত্ত্বেও এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয় গান্ধীবাদীগণ কংগ্রেসসেবীগণের মধ্যে প্রভূত পরিমানে বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ দেখা যায়।সম্প্রতি আমরা এক ধরণের রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতার শিকার হইয়াছি-একমাত্র এই তত্ত্বের দ্বারাই ইহার ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের দিক হইতে আমরা সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করি না। পক্ষান্তরে আমরা মনে করি যে ইহাদিগকে দলে টানিবার জন্য কংগ্রেসের অব্যাহত প্রয়াস করা উচিত। হিন্দু মহাসভার সাথে কংগ্রেসের ঐ রাজনৈতিক বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা বিবিধ কারণে যে সফল বা স্থায়ী হয়নি সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু মহাসভার সঙ্গে মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও সুভাষচন্দ্র তাদের সরিয়ে দেওয়া বা নির্বাসন দেওয়ার নিদান তো দেনই নি বরং রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতাকে উৎসাহদানের মনোভাবকে কটাক্ষ করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের মতপার্থক্য ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির। সে তো হতেই পারে । সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে অনেকেরই মতপার্থক্য ছিল গান্ধী জহরলাল বল্লবভাই প্যাটেল এমনকি একটা সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথেরও।

গাঁধীজি তাঁর অমতে এবং তাঁর মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত সুভাষচন্দ্রের সাথে কোন সহযোগিতা করেননি।অন্যদিকে ১৯৩৯ এ মার্চে ত্রিপুরী কংগ্রেসে ১০৬ ডিগ্রী জ্বরে গুরুতর অসুস্থ শয্যাশায়ী সভাপতি সুভাষ কোনক্রমে উপস্থিত হলেও প্রথমেই পন্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ উত্থাপিত 'ওয়ার্কিং কমিটি সবদিক থেকে গান্ধীজীর মনোমত হতেহবে,অন্যথায় সে কমিটি বৈধ বলে স্বীকৃতি না মেলার' কৌশলী প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যে পাশ করিয়ে নেওয়ায় বিরক্ত ও হতাশ সুভাষচন্দ্রের উপলব্ধি হয়েছিল 'The entire intellect of Congress has been mortgaged to one man'

নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে এহেন অসহযোগিতায় ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডোয়ার্ডসের পর্যবেক্ষন: Gandhi now turned the technique of nonéôécoéôéoperation– not against the British– but against Congressós own president. Bose was forced to resign. সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কারের আদেশ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের ১৯৩৯এর ডিসেম্বরের তারবার্তার প্রত্যুত্তরে নারাজ গান্ধীজীর ত্বরিত জবাব ছিল- My personal opinion is you should advise Subhasbabu submit discipline if ban is to be removed. পরে দীনবন্ধু এন্ড্রুজকে লিখিত পত্রেও উল্লেখ ছিল- '...I feel that Subhash is behaving like a spoilt child'

পণ্ডিত নেহরুর সাথেও সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শগত ভিন্নতা ছিল। এ ছাড়াও দু'জনের মধ্যে এক সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও ছিল। যদিও ইদানীং এক শ্রেনীর নেহরুপন্থী কলমচিরা ইদানীং দীর্ঘ রচনায় বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছেন এ প্রতিপন্ন করতে যে অপাপবিদ্ধ নেহরু নাকি সুভাষকে ভাইএর মত স্নেহ করতেন এবং রাজনীতিতে সহযোদ্ধা মনে করতেন -তাঁদের মধ্যে নাকি ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভালই ছিল। ইতিহাস অবশ্য অন্য কথা বলে।

নেহরুর মহানুভবতার উদাহরন দিতে গিয়ে নেহরুবাদীরা বলার চেষ্টা করেন যে গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে চাপে ফেলতে ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের আগে বাকী সদস্যরা পদত্যাগ করলেও,শরৎচন্দ্র বসুর মত জওহরলাল নেহরুও পদত্যাগ করেননি। কিন্তু সযত্নে গোপন করা হয় যে পদত্যাগ না করেও শুধু ছোট্ট এক বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে সুভাষের ব্যাপারে গান্ধীবাদী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যা করেছেন তা সবই গনতন্ত্রসম্মত এবং সুভাষই এই অচলাবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী এবং সেজন্য তাঁকে কোনরকম সহয়তা করা তাঁর(নেহরু) পক্ষে সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে 'বন্ধু' জওহর লালের আচরনে ক্ষোভে দুঃখে সুভাষ পরে একটু সুস্থ হয়ে দীর্ঘ সাতাশ পাতার এক চিঠিও দিয়েছিলেন তাঁকে,ব্যাখ্যা চেয়ে ।

প্রসঙ্গত ত্রিপুরীর ঘটনার অনেক পরে ষাটের দশকের গোড়ায় সাংবাদিক তারা জিনকিনের কাছে স্মৃতিচারণকালে নেহরু স্বীকার করেছিলেন- It is true– I did let Subhash down '(Reporting India –Tara Jinkin –1962)

আবার আজাদ হিন্দ বাহিনীর দিল্লিতে বিচারকালে যদিও ভুলাভাই দেশাই ই এগিয়ে এসে আইনি প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কার্যকরীভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন ,তবু ভোল পালটে কালো গাউন পরে অবতীর্ণ হওয়া নিজের ভবিষ্যত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিজের ভাবমূর্তি নির্মাণে-স্তাবকদের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই ।

'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া'র প্রায় গোটা দশেক পাতা জুড়ে প্ল্যানিং কমিটির গঠনের বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত, দুর্ভাগ্যের ও বিস্ময়ের সেখানে একবারের জন্যেও উল্লেখ নেই যাঁরউদ্যোগে ও তৎপরতায় এই কমিটি গঠিত হল এবং যিনি তাঁকে(নেহরু) এই কমিটির সভাপতি পদে মনোনীত করলেন সেই সহযোদ্ধা ও দলীয় সভাপতি সুভাষচন্দ্রের নাম -সেই ইতিহাস পুরুষের দূরদর্শিতা ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি তো দূর অস্ত।

প্রকৃতপক্ষে নেহরুর রাজনৈতিক উচ্চাশা চরিতার্থ করার পথের কাঁটা হয়ে পড়েছিলেন এক সময়ে সুভাষচন্দ্র নিজস্ব চিন্তন মনন ও কর্মপদ্ধতির স্বকীয়তায়- তেমনই স্বাধীনোত্তর ভারতে শ্যামাপ্রসাদও দেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে,সে কাশ্মীর হোক বা লিয়াকত আলীর সঙ্গে চুক্তি হোক, সংসদ ও সংসদের বাইরেও প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ।

এ কথা আজ (বিজেপি দেশের শাসন ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই)সর্বজনবিদিত এবং বহুচর্চিত যে ভাগাভাগি করে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর কুর্সিতে আসীন হয়ে তৎকালীন সরকার কিভাবে প্রথম থেকেই স্বাধীনতা অর্জনে এবং সঠিক রাষ্ট্রচিন্তায় সুভাষচন্দ্রের অবদান ভুলিয়ে দিতে ও শ্যামাপ্রসাদকে কোণঠাসা করতে সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়েছে। সব জেনেও আজ কেন্দ্রের শাসক দলের প্রতি বীতরাগে অনেকে নেহরুবন্দনায় আশ্রয় নিচ্ছেন ভাবের ঘরে চুরি করে বা বিভ্রান্তিতে-কেউবা সেই বিভ্রান্তির সুযোগটিকে ব্যবহার করছেন মস্তিষ্ক প্রক্ষালণের মাধ্যমে নেহরুবন্দনায় প্রেষণা যোগাতে। এ বঙ্গভুমও তার ব্যতিক্রম নয়।

যদিও ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে বহে গিয়েছে অনেক জল।তবু দেশের শাসনভার হাতে না থাকলেও কৌশলে আজও দলীয় বলয়ে শুধু একটি পরিবারের জয়গান চলছে অন্ধভাবে-মহিমান্বিত করতে জাতীয় জীবনের অতিকায় কলোসাসকে।

সেজন্য সেই পরিবার বা সংশ্লিষ্ট দলের পক্ষে অপ্রিয় সত্য চাপা দিতে চলে বিবিধ কৌশল- বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসকদলের বিরুদ্ধতার সুযোগ ও পরিসরকে ব্যবহার করে।একদা কূটকৌশল ও হীনপন্থা গ্রহণ করেও যাঁকে টেনে নামাতে (লেট ডাউন) প্রয়াস করেছিলেন যিনি, তাঁর অনুগামীদেরও প্রয়োজন হয় সেই 'বন্ধু' সুভাষেরও উক্তিকে বিকৃত করে সমাজমাধ্যমে প্রচার করা শ্যামাপ্রসাদের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার অসৎ উদ্দেশ্যে।সেরকমই কেন্দ্রের শাসকদলের রাজনৈতিক বিরোধিতায় সব জেনেও আজ ভুলে যাওয়া দস্তুর শ্যামাপ্রসাদের প্রতি পণ্ডিতজীর সব ভুল কিংবা অন্যায় কিংবা ক্ষমতালিপ্সায় পরিবারতন্ত্রের সূচনার ইতিহাস । হয়ত সেই ধারাবাহিকতায়ই রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি নেহরুর উদারতা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্তস্বরুপ নেহরুস্তাবকের পক্ষ থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অনুরুপে উল্লেখ করা হয় কলকাতা ময়দানে বিশেষ অনুষ্ঠানে গৌতম বুদ্ধের দুই শিষ্যের অস্থি শ্যামাপ্রসাদ কর্তৃক গ্রহণ করার ঘটনা। যদিও সে অনুষ্ঠান হয় কেন্দ্রীয় শিল্পও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং আমৃত্যু মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি শ্যামাপ্রসাদেরই উদ্যোগেই। নেহরুজীর অনুগ্রহ বা সৌজন্যের ভূমিকাহীন সে ঘটনায় শ্যামাপ্রসাদের বহুত্ববাদী ও মানবতাবাদী রূপটিই প্রতিভাত হয়।

প্রসঙ্গত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত কমিউনিস্ট নেতা যিনি আদর্শগতভাবে ভিন্নমেরুতে অবস্থান করছেন তিনিও শ্যামাপ্রসাদের প্রশংসায় লিখেছেন- তিনি মতপ্রকাশ ও মুক্তচিন্তার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন । তাঁর মতে শ্যামাপ্রসাদের উদার চিন্তাভাবনা , বৌদ্ধিক সততা ও গণতান্ত্রিক বিতর্কের প্রতি অটল বিশ্বাস তাঁকে সাধারণ রাজনৈতিক মতভেদের উর্ধে স্থান দিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেশীয় রাজনৈতিক পরিসরে শ্যামাপ্রসাদের যতই বিরোধ থাক সুভাষচন্দ্র যখন নেতাজিরুপে দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাপৃত তখন শ্যামাপ্রসাদ সুভাষের কি প্রশংসায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তা তাঁর ডায়েরিতে বিধৃত আছে। আর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষত নেহরু ও অন্যদিকে কম্যুনিস্টরা তখন কি ভূমিকা পালহ করেছিলেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু কি তাই । ১৯৪৫ এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন সেনাকর্তার বিচার শুরু হলে দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে সারা ভারত জুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভে ।২১শে নভেম্বর কোলকাতায়ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ছাত্রসমাজ আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সেনানীদের মুক্তির দাবিতে শোভাযাত্রা বের করলে সন্ধের দিকে পুলিশ গুলি চালালে ধর্মতলা স্ট্রিটে রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও একজন। এরই প্রতিবাদে পরদিন ২২ তারিখে বিরাট মিছিল বেরোল ছাত্রদের। আগেই হরতাল ঘোষণা হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচার ও রামেশ্বর দিবস উপলক্ষে ছাত্ররা মিটিং ও ধর্মতলা স্ট্রিট দিয়ে শোভাযাত্রা যাবার সময় পুলিশ বাধা দেয়। তখন বিকেল থেকে ছাত্ররা শরৎচন্দ্র বসু ও শ্যামাপ্রসাদের উপস্থিতি চাইলেও শরৎবসু আসেননি ।আর শ্যামাপ্রসাদ সেদিন সকালে বেরিয়ে কোলকাতার বাইরে অনেক গুলি মিটিং করে রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি ফেরেন। কলকাতায় খুব মারামারি-গুলি পর্যন্ত চলা , ব্যাপক গোলমাল এবং তাঁকে ছাত্রদের খোঁজ করার কথা জেনে সারাদিনের ঘোরা ও পরিশ্রমে শরীর টেনে চলার শক্তি না থাকলেও বাড়ী ফিরে মুখ হাত ধোওয়ার জন্য সময় নষ্ট না করে ছাত্রদের এই বিপদে ঘটনাস্থলে যাওয়া উচিত বিধায় রাধাবিনোদ পালকে ফোন করে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ বেরিয়ে আহত ও নিহতদের খবর নিতে প্রথমে গেলেন মেডিক্যাল কলেজে, প্রিন্সিপ্যালকে ডেকে কথা বললেন এবং তখনও ধর্মতলা স্ট্রিটে রাস্তার উপর বহু সহস্র ছাত্র অবস্থান করায় অবস্থা খুব সঙ্কটজনক জেনে সেখানে গেলেন ইতিমধ্যে সেখানে উপস্থিত রাধাবিনোদ পালকে সঙ্গে নিয়ে- বিধান রায় এলেও জরুরি ডাক্তারির কাজে বাড়ি চলে যান । সেখানে উপস্থিত লাটসাহেবের সঙ্গে কথা বললেন ।ফোন করলেন বিপ্লবী বীনা দাসকে। পুলিশ কমিশনার কেসিকে অনুরোধ করলেন ছাত্রদের দাবিমত তাদের স্থিরীকৃত পথেই যেতে দিতে কিন্তু তারাও অটল ।তখন সেখানে অস্থির হয়ে ঘুরছিলেন বিপ্লবী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি- পরে এসেছিলেন কংগ্রেসের সুরেশমজুমদার প্রমুখেরা ।তাঁর উপস্থিতিতে আর প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকবে না অনুমানে সকলের অনুরোধে রাত তিনটে পর্যন্ত সেখানে থেকে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে তাদের আশ্বাস দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। শরৎ বসু কিন্তু আসেননি একবারের জন্যও ।ঐ 'বিপদে' নিরাপত্তার কারণে তাঁর হিতৈষীবৃন্দের কথায় ঘটনাস্থলে আসা এড়িয়ে যান বাড়ি গিয়ে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি অনুরোধ করলেও । অন্যদিকে ছাত্রদের ব্যবহারে দুঃখপ্রকাশ করে ও তাদের শান্ত ছেলের মত বাড়ি ফিরতে বলে শরৎ বসু যে লিখিত বাণী পাঠিয়েছিলেন ছাত্ররা তা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

শরৎ বসুর ঐ আচরণে বিস্মিত ক্ষুব্ধ শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন- ছেলেরা ঠিক করেছিল কিনা , সেকথা বিচার করার সময় তখন ছিল না। তখন তারা একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল-যাঁরা নেতৃত্বের দোহাই দেন তাঁদের তখন উচিত সেখানে পাশে দাঁড়ানো।খ শরৎ বসুর নেতৃত্বের ভণ্ডামি ধরা পড়লো , প্রভেদ তাঁর সঙ্গে আর সুভাষের কতটা তাও বুঝতে পারা গেল।

জিন্না সুরাবর্দীর সমগ্র বঙ্গকে কৌশলে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার চক্রান্ত রুখতে বরাবর দেশভাগের বিরোধী শ্যামাপ্রসাদ তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রত্যুপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবি তুলে যা সফলও করেছিলেন বিভিন্ন দলের হিন্দুনেতৃত্বকে নিরলস চেষ্টায় একতাবদ্ধ করে। তাই আমরা এখন গর্বের ভারতবাসী ।

কিন্তু সেসময় অন্যায়ভাবে সিলেটের ওপর গণভোট চাপিয়ে দিলেও বঙ্গবিভাজনের বাংলার সমস্যায় বিব্রত দ্বিধান্বিত দ্বিখণ্ডিত বঙ্গীয় কংগ্রেসের সিলেটের প্রতি এই অন্যায় অবিচারের দিকে নজর দেবার সময় বা ভাবনার পরিসর তাদের পক্ষে ছিল না ।তবু সিলেটেরও সব দলের হিন্দু নেতারা বিপদ আঁচ করে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে লড়াই এ তৈরি হতে তাঁদ্রে এক প্রতিনিধিদল কোলকাতায় পাঠালেও এখানকার নেতাদের কাছে কাছে ঘুরেও তেমন সাড়া মেলেনি ।একমাত্র ব্যতিক্রম সেই শ্যা্মাপ্রসাদ মুখে ।পাধ্যায় ।ত্তি সিলেটের অধিবাসীদের এই লড়াইকে সমর্থন জানিয়ে কুড়ি হাজার টাকা সংগ্রহ করে দিয়ে সিলেট থেকে আগত নেতাদের নিরাপদে সিলেটে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শাসকের মর্জি ও স্বার্থে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইতিহাস বিকৃতি ও অপপ্রচারের শুরুয়াত কিন্তু আট দশক আগে থেকেই, আজকের উত্তেজনায় এ ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তবু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপপ্রচার আর জালিয়াতির যে খেলা চলছে নিরন্তর তার মাঝেও কঠিন হলেও ইতিহাস পুনর্লিখনের দায়িত্ব নিতে হবে এখন থেকেই এ অঙ্গীকারই হোক ভারতকেশরীর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে।

শ্যামাপ্রসাদের ভিটে পরিদর্শনে সরকারের বিশেষ পর্যবেক্ষক দল

জিরাটে তৈরি হচ্ছে অডিটোরিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আগামী ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মদিবস। রাজ্যে পালাবদলের পরেই হুগলির জিরাটে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই দিন বলাগড়ের জিরাটে তাঁর পৈতৃক ভিটেতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ প্রশাসনের একাধিক মন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। তার আগে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ভিটে পরিদর্শনে করল সরকারের বিশেষ পর্যবেক্ষক দল। শ্যামাপ্রসাদের বাসভবন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরি, স্কুল, ঘুরে দেখলেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। মহকুমা শাসক মধুশ্রী, এডিএম (জেনারেল) তরুণ ভট্টাচার্য, ডিএসপি (ক্রাইম) অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, বলাগড়ের বিডিও মহাশ্বেতা বিশ্বাস-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন তাঁরা।

কোথায় মঞ্চ হবে, গ্রিনরুম কোথায় হবে, জয়েন্ট স্ক্রিন কোথায় থাকবে, মানুষ কোথায় বসবেন খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হয়। বিডিও বলেন, 'আমরা ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাক আছে কি না দেখলাম। কী কী অনুষ্ঠান হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে কালচারাল অনুষ্ঠান হবে, সেটা রাজ্যস্তর থেকে সিলেকশন হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী নিয়েই অনুষ্ঠান হবে।'

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধকে ঘিরেই হবে মূল অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ১২৫ ফুটের মূর্তি, পর্যটন কেন্দ্র ও আধুনিক লাইব্রেরির জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদের পৈতৃক ভিটের উন্নয়ন হবে। পরে রাজ্য সরকার ঘোষণা করে, ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে ১২৫ ফুটের মূর্তি ও সংগ্রহশালা তৈরি হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িটিকে সংগ্রহশালায় রূপান্তরের কাজ চলছে। জিরাটে তৈরি হচ্ছে অডিটোরিয়াম। উন্নত করা হচ্ছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরি, যা এখন ভগ্নদশায় রয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, ৬ জুলাই সকালে বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়েছে। থাকবে রক্তদান শিবিরও। দুপুর তিনটা থেকে হবে মূল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলাগড়ের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুমনা সরকার। এডিএম জেনারেল তরুণ ভট্টাচার্য বলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে গোটা রাজ্যেই অনুষ্ঠান হবে। এর পাশাপাশি জিরাটে জেলার বড় অনুষ্ঠান হবে। সেই রাজ্যের সঙ্গেও সংযুক্ত থাকবে। সেই ব্যবস্থাপনা দেখতেই এখানে আসা।'

অন্নপূর্ণার টাকা না মেলায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: অন্নপূর্ণার টাকা না মেলায় জেলায় জেলায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন মহিলারা। নিয়ম মেনে আবেদন করার পরেও বঞ্চিত হয়েছেন অনেকেই। তারা আদৌ টাকা পাবেন কিনা তা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে। দল বেঁধে প্রশাসনিক দপ্তরে গিয়ে অনেকেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। বিশেষ করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন ব্লক ও পুরসভা এলাকার কয়েক হাজার বঞ্চিত মহিলা ক্ষোভে ফুঁসছেন। ইতিমধ্যে ঘাটাল মহকুমার বঞ্চিতরা দাসপুর এক নম্বর ব্লক অফিসে এবং ক্ষীরপাই, ঘাটাল ও রামজীবনপুর পুরসভা কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা জানান, দ্বিতীয় দফাতেও অন্নপূর্ণার টাকা পেয়েছেন অনেকেই। প্রথম দফায় বঞ্চিত থাকার পর তারা ভেবেছিলেন দ্বিতীয় দফাতে টাকা পাবেন। কিন্তু এবারও তাদের হতাশ করা হয়েছে। আর এই জন্যই তারা ব্লক ও পুরসভার আধিকারিকদের ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের অভিযোগ, এই সমস্ত পুরসভার কর্মীদের ঘনিষ্ঠরা সবাই টাকা পেলেও এলাকার সাধারণ মহিলারা টাকা পাননি। দাসপুরের ব্লক অফিসে বিক্ষোভকারী মহিলারা জানিয়েছেন, তারা বেশিরভাগই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অফলাইনে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু টাকা পাননি। আর কিছু মহিলা যারা অনলাইনে ফর্ম পূরণ করেছিল তারা টাকা পেয়েছে। ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট বিক্ষোভের বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন, অফিসের ত্রুটির কারণে অনেকেই টাকা পাননি। তাদের মনে স্বাভাবিক কারণে ক্ষোভ জমেছে। তবে সরকারের উদ্দেশ্য সকলের হাতে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পৌঁছে দেওয়া।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে রাজ্যের জেলায় জেলায় প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন বঞ্চিত মহিলারা। পুরসভা ও ব্লক অফিস ছাড়াও পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে চলছে মহিলাদের বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশকর্মীদের।

হুগলিতে অন্নপূর্ণা নিয়ে তৃণমূল পুরবোর্ডের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শাসকদলের নেতারা এই ঘটনার জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করছেন। তাঁদের দাবি, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলেও অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও পুরসভা এখনও তৃণমূলের হাতেই রয়েছে। সরকারি ঘোষণা মেনে জুলাই মাসের প্রথম দিন থেকে অন্নপূর্ণার উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা ঢুকতে শুরু করলেও অনেকেই সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তার প্রতিবাদে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও ব্লক অফিসে বিক্ষোভের ঘটনাও ঘটেছে। তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তাঁরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন না করায় অনেক মহিলার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণার টাকা সময়ে ঢোকেনি। তৃণমূল পুরবোর্ডের কর্তারা বেছে বেছে শুধুমাত্র নিজেদের লোকেদের অন্নপূর্ণার ফর্ম আপলোড করেছেন, এমন অভিযোগও উঠছে।

রাজ্যের মন্ত্রী তথা শ্রীরামপুরের বিজেপি বিধায়ক ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'পুরসভা ও পঞ্চায়েতের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের ব্যর্থতার কারণেই অনেক মহিলা অন্নপূর্ণার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এর দায় তাঁদেরকেই নিতে হবে।' ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'রিষড়া ও শ্রীরামপুর পুরসভা এলাকায় প্রচুর মহিলা অফলাইনে ফর্ম জমা করেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা টাকা পায়নি, তাঁরা বিক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি আগেই বলেছিলাম, যখন অন্নপূর্ণার আবেদন ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছিল, তখনই পুরসভার তরফে যেন তার প্রাপ্তি স্বীকার করে একটা রশিদ বা কাগজ দেওয়া হয়। পুরসভা তখন প্রাপ্তি স্বীকার করে কোনও কাগজ দেয়নি। তাই আজ যদি কেউ অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা না পায়, তার দায়িত্ব পুরসভার।' সেই সঙ্গে মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, 'এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি আইন,শৃঙ্খলার অবনতি হয়, সেই দায়িত্ব পুরপ্রধানের উপরে বর্তাবে।' পুরসভার চেয়ারম্যানদের কাছে তাঁর আর্জি, দ্রুত অন্নপূর্ণার আবেদন ফর্ম আপলোড করার ব্যবস্থা করুন। না হলে আমরা করব।'

শ্রীরামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গিরিধারী শাহ বলেন, 'এক একটি আবেদন ফর্ম আপলোড করতে কম বেশি ১৫ মিনিট সময় লাগছে। আমাদের কাছে প্রায় ৮,৩০০টি'র মতো আবেদন জমা পড়েছে। তার মধ্যে ৪,৬৬৫ জন উপভোক্তা অন্নপূর্ণার টাকা পেয়েছেন। ১৫টি আবেদন বাতিল হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনেই কাজ করার চেষ্টা করছি।' শ্রীরামপুরের বাসিন্দা এক মহিলা বলেন, 'আমি আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতাম। অন্নপূর্ণার ফর্ম জমা করেও টাকা পাইনি। আমার পরিচিত কয়েকজন পেয়েছেন। অফলাইনে আবেদনপত্র জমা করার পরে এখন আবার আমাদেরকে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে হবে কি না, সেটাও বুঝতে পারছি না।' পুরসভা ও পঞ্চায়েতের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, অফলাইনে আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করার পরে সেগুলোকে যাচাইয়ের জন্য বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন কর্মীরা। তারপরে পোর্টালে আপলোড করতে হচ্ছে। সেই কারণে সময় লাগছে। প্রযুক্তিগত কারণে মাঝখানে পোর্টাল বন্ধ ছিল। তার জন্যও মাঝে আপলোড করা যায়নি।

চাকরির নামে টাকা, ফেরত চাইতেই রক্তাক্ত বিজেপি কর্মী!

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়া, পরে সেই টাকা ফেরত চাইতেই বিজেপি কর্মীর উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দুর্গাপুরে। গুরুতর জখম অবস্থায় বিজেপি কর্মী ওমপ্রকাশ প্রসাদকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর ভাইও। তিনিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

অভিযোগ, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় (ডিএসপি) চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিজেপি নেত্রী মৌসুমী দত্ত ওমপ্রকাশ প্রসাদের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নেন বলে অভিযোগ। কিন্তু দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও চাকরি না হওয়ায় ওমপ্রকাশ টাকা ফেরতের দাবি জানান। অভিযোগ,

সেই দাবি জানাতেই মৌসুমী দত্তের উপস্থিতিতে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা ওমপ্রকাশের উপর চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে। ভাই বাধা দিতে গেলে তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আহত ওমপ্রকাশ প্রসাদের অভিযোগ, চাকরি না হওয়ায় একাধিকবার টাকা ফেরতের কথা বললেও তা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত টাকা চাইতে যেতেই তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। ঘটনার পর দুর্গাপুর থানায় মৌসুমী দত্ত এবং তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পাশাপাশি দলের উচ্চ নেতৃত্বকেও গোটা বিষয়টি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন অভিযোগকারী। যদিও সমস্ত অভিযোগের বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে রাজি হননি বিজেপি নেত্রী মৌসুমী দত্ত। অন্যদিকে বিজেপি নেতা সুমন্ত মণ্ডল বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি কয়েকজন স্থানীয় কর্মীর ব্যক্তিগত বিষয়। আইন আইনের পথেই চলবে।' ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে আর্থিক লেনদেন, প্রতারণা নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের তদন্তের দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

শ্যামাপ্রসাদের ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে আকুইয়ে আন্তর্জাতিক শিল্পকর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির তপশিলি মোর্চার উদ্যোগে এবং নেচার অব দ্য ক্যানভাস ও শ্যামাপ্রসাদ আর্টিস্ট ফোরাম-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় আকুইয়ে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী 'আমাদের শ্যামাপ্রসাদ আন্তর্জাতিক শিল্পকর্মশালা'।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের আকুই ১ নম্বর অঞ্চলের আকুই বন্ধন লজে ৫ ও ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান। শিল্প ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে রয়েছে আন্তর্জাতিক শিল্পকর্মশালা, লাইভ পেইন্টিং, চিত্রপ্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বস্ত্র বিতরণের মতো একাধিক উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তপশিলি মোর্চার সভাপতি গৌতম ধাড়া, নেচার অব দ্য ক্যানভাসের প্রেসিডেন্ট ও সহকারী অধ্যাপক রঙ্গাজীব রায়-সহ দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও সংগঠক। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ

প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী শিল্পীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এই শিল্প উৎসবে চিত্রপ্রদর্শনী,বালির উপর চিত্রাঙ্কন, পাতার উপর ছবি আঁকা, লাইভ আর্ট ডেমোনস্ট্রেশন এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। দেশ-বিদেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণে গোটা অনুষ্ঠান ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল চোখে পড়ার মতো উৎসাহ। শিল্পচর্চা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে বলে মত উপস্থিতদের।

'সনাতনীরা ঐক্যবদ্ধ হন'

আরামবাগের মা ভারতী সম্মেলন থেকে বার্তা কার্তিক মহারাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও রবিবার আরামবাগ হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হল সনাতন হিন্দু সমাজের অন্যতম বৃহৎ সমাবেশ 'মা ভারতী সম্মেলন'। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী এই সম্মেলনে যোগ দেন। উপস্থিতির উৎসাহ ও উদ্দীপনা স্পষ্ট করে দেয় যে, সনাতন ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রশ্নে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। সকাল ৮টায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম ও ধর্মীয় চেতনার এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (কার্তিক মহারাজ)। প্রধান আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক হিসেবে ছিলেন প্রবুদ্ধানন্দ মহারাজ। এছাড়াও স্বামী সুন্দরগিরি মহারাজ-সহ বহু সাধু-সন্ত ও সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুমনা সরকার, খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ, আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা হিন্দু সমাজের ঐক্য, সাংস্কৃতিক জাগরণ, যুব সমাজের দায়িত্ব এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্যে বারবার উঠে আসে, শক্তিশালী, নৈতিক ও সংস্কৃতিমনস্ক সমাজ গঠনের জন্য সনাতনী মূল্যবোধকে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা। মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কার্তিক মহারাজ বলেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে। ওরে ফিরাদ হাকিম, আর কিছুদিন পর তোকেও খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন করতে হবে। সেই দিন আসছে। আমরা সন্ন্যাসীরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জে আহ্বান জানিয়েছিলাম, সনাতনীরা ঐক্যবদ্ধ হন। আজ সনাতনীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।' সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা শুভাশিস মল্লিক বলেন, 'হিন্দু ধর্মের জাগরণ, হিন্দু সমাজের ঐক্য এবং হিন্দু সংস্কৃতির গৌরব বৃদ্ধি করাই এই মহাসম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।'

সম্মেলনে উপস্থিত এক সনাতনী হিন্দু ভক্ত বলেন, 'আজকের এই সমাবেশ আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সনাতন ধর্ম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি আমাদের জীবনদর্শন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তি। আমরা চাই আগামী প্রজন্ম নিজেদের ধর্মীয় শিকড়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে জানুক, ধারণ করুক এবং গর্বের সঙ্গে পালন করুক।' দিনভর ধর্মীয় আলোচনা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং সনাতনী ঐক্যের বার্তায় মুখরিত ছিল আরামবাগ হাইস্কুল মাঠ। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে শত শত মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনা রক্ষায় সনাতন সমাজ আজ আরও সুসংগঠিত হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে।

জমি-বিবাদে রণক্ষেত্র জামুড়িয়া, রক্তাক্ত দুই পাড়া, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বেসরকারি একটি কারখানার জমি নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল জামুড়িয়ার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বালানপুর গ্রাম। রবিবার দুই পক্ষের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সিংপাড়া ও বাউরীপাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরেই এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। অভিযোগ, বচসা মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপক সংঘর্ষে পরিণত হয়। দুই পক্ষের মধ্যে চলে ইটবৃষ্টি ও লাঠি নিয়ে চলে হামলা। সংঘর্ষে মহিলা-সহ বেশ কয়েকজন আহত হন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জামুড়িয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে এলাকায় মোতায়েন থাকে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন : ৭১৩২১২, ফোন নং : ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে ০৪.০৭.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত 'সম্পত্তি নিলাম' বিষয়ক বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত সংশোধনীগুলো লক্ষ্য করুন **[ক্রম নং ৩]**-এ **ঋণগ্রহীতাগণের নাম ও ঠিকানা : 'সৈয়দ মহম্মদ আফরোজ, ধরমপুর, বার্নপুর'**-এর পরিবর্তে **'মহ. ইমতিয়াজ ও ফৈজ আহমেদ, আজাদ নগর, বার্নপুর, আসানসোল'** পড়তে হবে। এবং **[ক্রমিক নং ১১]**-এ **সম্পত্তির বিবরণ অংশে সীমানা হিসেবে 'উত্তরে- অন্যদের খোলা জমি, দক্ষিণ- সিঁড়ি ও লিফট, পূর্ব- খোলা জায়গা, পশ্চিমে- খোলা জায়গা এবং বকেয়া অর্থের পরিমাণ '২১.১৭ লক্ষ'-এর পরিবর্তে '২২.৪০ লক্ষ' পড়তে হবে। এছাড়া নিয়ম এবং শর্তাদি : ix)-এ '৩০তম দিন'-এর পরিবর্তে '১৫তম দিন' এবং xiii-এ '১৫ দিনের নোটিশ'-এর পরিবর্তে '৩০ দিনের নোটিশ'** পড়তে হবে। **পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।** এই অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

এসবিআই এএমসিসি বসিরহাট (৬২৯৮৪)
ইটিণ্ডা রোড, বসিরহাট, পোঃ ও থানা বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪১১
ই-মেইল আইডি: sbi.62984@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি. নং. ৪১৭৯৯০৭২৬৭৩ (সিসি)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি বসিরহাট** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত **০৫.০৩.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যাতে ঋণগ্রহীতা **জনাব হাবিবুল্লাহ গাজী, পিতা- রহিম গাজী, গ্রাম- মধ্যমপুর ঘুনী, পোঃ- ঘুনী, থানা- হাসনাবাদ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৪২৬** -কে নোটিশে উল্লিখিত **২৮.০২.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া ১১,৫৭,১১৩.৯৭ টাকা (এগারো লক্ষ সাতান্ন হাজার একশ তেরো টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা মাত্র)** এবং সেই সাথে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে আরও সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা গ্যারান্টার উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এর সাথে পঠিত উক্ত আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০২৬ সালের ৪ জুলাই** তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি বসিরহাট** -এর **২৮-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া ১১,৫৭,১১৩.৯৭ টাকা (এগারো লক্ষ সাতান্ন হাজার একশ তেরো টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ ধার্য্য সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে উক্ত আইনের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা গ্যারান্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও ভবন যার পরিমাপ কমবেশি ৪.০০ শতক, মৌজা - ঘুনী, জে.এল. নং ৭১, তৌজি নং ৩৪৪০, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ২৭৫, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৫১৬, পাতলিকানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম- মধ্যমপুর ঘুনী, পোঃ ঘুনী, থানা হাসনাবাদ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, **২০০৯ সালের দলিল নং** ০০০২২, এ.ডি.এস.আর.ও. হাসনাবাদ।
সম্পত্তিটি মহঃ হাবিবুল্লাহ গাজী, পিতা- রহিম গাজীর নামে রয়েছে।
সম্পত্তিটির চৌহদ্দী নিম্নরূপ:- উত্তরে- গফফার খান ও অন্যান্যদের জমি। **দক্ষিণে-** শচীন্দ্র নাথের জমি, **পূর্বে-** ফেরাজ তুল্লা গাজীর জমি, **পশ্চিমে-** পঞ্চায়েত রোড ও আহমেদ গাজী।

তারিখ: ০৪.০৭.২০২৬
স্থান: বসিরহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই রাধানগর এডিবি শাখা (০৫৬৮১)
শচীন সেন রোড, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪২১০৩,
ই-মেইল- sbi.05681@sbi.co.in

গাড়ির নিলাম

অনুমোদিত আধিকারিকের বিবরণ: নাম: সায়ন ভট্টাচার্য, মোবা.: ৮০০১১৯৪৫৮৪, ই-মেইল: sbi.05681@sbi.co.in

ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ পুরনো বাজেয়াপ্ত গাড়ি/যানবাহন ২৮.০৭.২০২৬ (মঙ্গলবার) প্রকাশ্য নিলামে বিক্রি করা হবে। প্রকাশ্য নিলাম বিকাল ৪:০০ টায় এসবিআই রাধানগর এডিবি শাখা, শচীন সেন রোড, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪২১০৩, পশ্চিমবঙ্গ -এ অনুষ্ঠিত হবে, যোগাযোগ নং- ৮০০১১৯৪৫৮৪।
যানবাহনের বিবরণ:

ক্র. নং	যানবাহনের বিবরণ	গাড়ি পরিদর্শনের তারিখ, সময় এবং স্থান	তৈরির বছর	বিড বৃদ্ধির মূল্য (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)
১	মেক এবং মডেল: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড ERTIGA SMART HYBRID VXI O, রেজিস্ট্রেশন নং- WB-52BL6497, ইঞ্জিন নম্বর- K15CN9375554, চ্যাসিস নম্বর: MA3BNC72SPL711233, রেজিস্ট্রেশনের তারিখ- ১৩.১২.২০২৩, মালিকের নাম: জনাব বাপ্পান শেখ	২১.০৭.২০২৬ (মঙ্গলবার) সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ১:০০ টার মধ্যে সুরজ মোটরস পার্কিং, পাল পাড়া মোড়, এনএইচ-১২	২০২৩	২০০০.০০ টাকা	৭,৭০,০০০/- টাকা (জিএসটি সহ)

দ্রষ্টব্য: এই মূল্যগুলিতে প্রযোজ্য হার অনুযায়ী জিএসটি অন্তর্ভুক্ত।
সমস্ত যানবাহন "যেমন আছে যেখানে আছে" এবং "যাই হোক না কেন ভিত্তিতে" শর্তে নিলাম করা হবে।
ক) আগ্রহী ক্রেতাদের **২৭.০৭.২০২৬ তারিখ বিকাল ৩.০০ টার মধ্যে** সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০% **(ইএমডি ৭৭,০০০.০০ টাকা)** এর সমতুল্য বায়না অর্থ সহ নির্ধারিত ফর্মে তাদের প্রস্তাব **"এসবিআই রাধানগর এডিবি শাখা"** -এর অনুকূলে একটি ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ঘটনাস্থলে জমা দিতে হবে। **কোনো নগদ গ্রহণ করা হবে না।** তাদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে অনুষ্ঠানস্থলে **"বিড আবেদনপত্র"** -এর সাথে জমা দেওয়ার জন্য সঠিক আসল আইডি প্রমাণ এবং আইডি প্রমাণের পর্যাপ্ত ফটোকপি আনতে। সফল বিডারদের সম্পূর্ণ **"বিড"** অর্থ প্রদানের পর ব্যাংক থেকে **"বিক্রয় শংসাপত্র"** প্রদানের সময় দুটি রঙিন পাসপোর্ট আকারের ছবি আনার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে প্রস্তাবিত বিডগুলি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
গ) বিড সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং তা নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে সফল বিডারকে লিখিতভাবে জানানো হবে।
ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল বিডারকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ চিঠি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৭ দিনের** মধ্যে বায়না অর্থের পরিমাণ বাদ দিয়ে বাকি সম্পূর্ণ নিলাম মূল্য **ডিমান্ড ড্রাফটের** মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। রোড ট্যাক্স, বীমা, আরটিও -এর মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন, পার্কিং চার্জ ইত্যাদির মতো যে কোনও সংবিধিবদ্ধ বকেয়া ক্রেতাকে বহন করতে হবে।
ঙ) কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম স্থগিত/মুলতবি করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
চ) যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন করা বিডারের দায়িত্ব। বিডের পুরো টাকা পরিশোধের পর শাখা যানবাহন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হস্তান্তর করবে। **"এসবিআই রাধানগর এডিবি শাখা"** বা কোনো আধিকারিক বিডারের নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবেন না।

তারিখ: ০৬.০৭.২০২৬
স্থান: রাধানগর, নদীয়া

অনুমোদিত আধিকারিক,
এসবিআই রাধানগর এডিবি শাখা

KARNIKA INDUSTRIES LIMITED
CIN : L17299WB2022PLC253035
Regd. Off:- 6 & 6/1, Gurgola Ghat Road, P.O. Salkia, Howrah - 711106 (West Bengal)
Email- info@karnikaindustries.com, Phone No- 033-2655-8101, +91-98302-28105,
Website - https://karnikaindustries.com/

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026

The Unaudited Standalone and Consolidated Financial results for the Quarter ended June 30, 2026 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in it's meetings held on July 04, 2026.

The full format of the Financial Results are available on the website of NSE (www.nseindia.com) and also on Company's website at: https://karnikaindustries.com/investor-relations/
The same can be accessed by scanning the QR code.

By order of the Board
For Karnika Industris Ltd.
Sd/-
Niranjan Mundhra
(Managing Director)
DIN: 05254448

Place: Howrah
Date: 06th July, 2026

দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পুলিশকে ২৫ মিনিটের সময়সীমা বেঁধে দিলেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: রবিবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রীকে একের পর এক কঠোর নির্দেশ দিতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'জনবলের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও যেকোনও ঘটনার খবর পাওয়ার ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে পুলিশকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বেশ কয়েকটি উন্নত রাজ্যে, ফোন পাওয়ার ২০ থেকে ২৫ মিনিটের মধ্যেই পুলিশের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারে। তবে পশ্চিমবঙ্গে প্রায়শই আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লেগে যায়।' তিনি বেলন, 'আমরা অবগত আছি যে পুলিশ বাহিনী বর্তমানে জনবলের সংকটের সম্মুখীন। তা সত্ত্বেও, খবর পাওয়ার পর পুলিশ যাতে যত দ্রুত সম্ভব ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো উচিত।' মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, কর্মী ঘাটতি শীঘ্রই সমাধান করা হবে এবং তিনি জানান যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে চলতি বছরেই পুলিশ কর্মী নিয়োগ করা হবে। শিলিগুড়ি শহরের যান চলাচল ব্যবস্থাপনা জোরদার করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই কর্মসূচির আওতায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে পাঁচজন ট্র্যাফিক মার্শাল নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও, পর্যটকদের অবস্থানকালে যেকোনো অসুবিধার ক্ষেত্রে সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য পর্যটন বিভাগ ও পুলিশের একটি যৌথ ট্যুরিস্ট হেল্পলাইন চালু করা হয়। পুলিশ কর্মীদের নিরপেক্ষভাবে তাঁদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান এবং উল্লেখ করেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে অবশ্যই ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-এর অধীনে তাঁদের উপর অর্পিত ক্ষমতা অনুসারে কঠোরভাবে কাজ করতে হবে। শঙ্কর ঘোষ বলেন, 'কোনো ব্যক্তি যতই প্রভাবশালী হোন না কেন, তিনি নেতা হলেও যদি হেলমেট না পরে মোটরসাইকেল চালান, তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।' তিনি আরও সতর্ক করে বলেন, কয়েকজন কর্মকর্তার অসদাচরণের কারণে যেন রাজ্য সরকারের বদনাম না হয় এবং তিনি পুলিশকে নির্ভয়ে ও পক্ষপাতহীনভাবে আইনের শাসন সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ক্রমবর্ধমান ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্ত্রী শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে চালকদের মধ্যে নিরাপদ ড্রাইভিং অভ্যাসের প্রসার ঘটাতে এবং সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচী আয়োজন করার অনুরোধ করেছেন। যান চলাচল ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগগুলোর প্রশংসা করেছেন ঘোষ। ভেনাস মোড় ও দার্জিলিং মোড়ের মধ্যে যাতায়াতের সময় প্রায় ২৮ মিনিট থেকে কমে প্রায় ১৬ মিনিটে নেমে আসার কথা উল্লেখ করে তিনি এই উন্নতিকে প্রশংসনীয় বলে বর্ণনা করেছেন এবং যানজট আরও কমাতে পুলিশকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা বলেন, 'কমিশনারেট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে নাগরিকদের অবহিত রাখতে প্রচেষ্টা জোরদার করেছে এবং মাদক-সংক্রান্ত অপরাধ, আর্থিক কেলেঙ্কারি ও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযান অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি, সামগ্রিক ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার জন্যও কাজ করা হচ্ছে।'

দলীয় কার্যালয়ের দখলদারিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের গোষ্ঠী সংঘর্ষ চাঁচলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দলীয় কার্যালয়ের দখলদারিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী এবং দলীয় নেত্রী মৌসুম নুরের সামনেই দুই গোষ্ঠীর তুমুল সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল চাঁচলে। এই ঘটনায় এক কংগ্রেস কর্মীর নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল ১ ব্লকের তরলতলা এলাকার কংগ্রেসের মহকুমা কার্যালয়ে। এদিন রাতে চাঁচলের একটি বেসরকারি হোটেলে প্রথমে কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী, প্রাক্তন সাংসদ মৌসম বেনজির নুর, প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম, আসিফ মেহেবুব-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বৈঠক শেষে কর্মীদের নিয়ে দলীয় কার্যালয়ে যায় ইশা মৌসমরা। সেখানে কংগ্রেস দলের কয়েকজন সদস্য দলীয় কার্যালয় ঢুকে বেলুন ফাটাতে শুরু করে তখন কার্যালয়ে উপস্থিত ছিল বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর কর্মীরাও। বাধা দিতে গেলে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বচসা। তারপরেই শুরু হয় হাতাহাতি। বিষয়টি জানতে পেরে চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে চাঁচলের প্রাক্তন বিধায়ক আসিফ মেহেবুব এবং প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আনজারুল হকের অনুগামীদের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল শুরু হয়। একটা অংশ আসিফকে মানতে নারাজ হয়। তাদের সমর্থনে নির্দল হিসেবে নির্বাচনে লড়াই করেন আনজারুল হক। তারপরেই এদিন দলীয় কার্যালয় দখল নিয়ে দুই পক্ষের উত্তেজনা।

উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে চাঁচল কেন্দ্রের আসিফ মেহবুবকে কংগ্রেস প্রার্থী করার পর থেকেই দলের মধ্যে গোষ্ঠীকন্দল প্রকোট আকার নেই। নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই চাঁচলের ডাকসাইডের নেতা আনজারুল হককে প্রার্থী করার দাবি তোলা হয়েছিল। কিন্তু আনজারুল প্রার্থী হতে না পারে কংগ্রেস দলত্যাগ করে।

আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মী নাজিমুল রহমান বলেন, 'আনজারুল হক দীর্ঘদিনের কংগ্রেস নেতা। তিনি নির্বাচনের সময় প্রার্থী হতে না পেরে দল ছেড়েছিলেন। আমরা দাবি করেছিলাম তাকে দলে ফিরিয়ে আনা হোক। পাশাপাশি চাচলে ১ ব্লক কমিটির গঠন প্রক্রিয়া নিয়েও এদিন মিটিং ডাকা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই কংগ্রেস নেতা আসিফের নেতৃত্বেই একদল বহিরাগতরা আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমার নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয়।' চাঁচল ১ ব্লক কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ আনিসুল হক বলেন, 'অন্যায় ভাবে আসিফ মেহবুবের নেতৃত্বে একদল বহিরাগত মিটিং চলাকালীন হামলা চালিয়েছে। ওরা পার্টি অফিস দখল নিতে চাইছে।' সেই মিটিংয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরী, কংগ্রেস নেত্রী মৌসুম নুর উপস্থিত ছিলেন। ওদের সামনেই এরকম বিশৃঙ্খলা তৈরি করাটা মোটেই উচিত হয়নি। যদিও নিজের বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছেন এবারের কংগ্রেস প্রার্থী আসিফ মেহেবুব। তিনি বলেন, 'যে কথা বলা হচ্ছে তার কোনও সত্যতা নেই।' এই গোলমালের ঘটনা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তথা সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, 'কারোর কোনও অভিযোগ থাকলে অবশ্যই সেটা দলীয় নেতৃত্বেকে লিখিতভাবে দিতে পারেন। এভাবে মিটিং চলাকালীন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা মোটেই উচিত হয় নি।' চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ হলে বিষয়টি অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।

আগাম বন্যা মোকাবিলায় ঘাটালে প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের সেচমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মানেই বর্ষাকালে বন্যা ও জল যন্ত্রণার এক পরিচিত ছবি। প্রতিবছরই বর্ষার সময় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়, যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বর্ষা শুরুর আগেই আগাম প্রস্তুতি নিতে ঘাটালে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী অরূপ কুমার দাস। সম্প্রতি নতুন সরকার গঠনের পর রাজ্য বাজেটে ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে মাস্টার প্ল্যানের কাজ নতুন করে শুরু হওয়ায় আশাবাদী এলাকার মানুষ। আগামী বর্ষায় সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা নদী ও বাঁধের অবস্থা, জলনিকাসি ব্যবস্থা, ত্রাণ ও উদ্ধার প্রস্তুতি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয় প্রশাসনিক বৈঠকে। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী অরূপ কুমার দাস, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাজেশ কুমার সিনহা, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসক বিজন কৃষ্ণা, জেলা পুলিশ আধিকারিক পাপিয়া সুলতানা, চন্দ্রকোনা বিধায়ক সুকান্ত দোলুই, ঘাটাল বিধায়ক শীতল কপাট, দাসপুর বিধায়ক তপন কুমার দত্ত এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ আধিকারিকেরা। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের অগ্রগতি ও বর্ষাকালীন প্রস্তুতির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। যাতে ঘাটালের মানুষকে এবার যতটা সম্ভব দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করা যায়। সেচমন্ত্রী অরূপ দাস বলেন, 'আগামী চার বছরের মধ্যেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্য সরকার এগোচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যেসব এলাকায় জমির প্রয়োজন হবে সেখানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিষয়েও এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।' রেড সিগন্যাল অমান্য করে সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা, আহতকে নিজেই হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন চিকিৎসক চালক।

চালু হল শিলিগুড়ি পুলিশ ট্যুরিস্ট হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: পর্যটকদের যাত্রাপথে দ্রুত ও কার্যকর পুলিশি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুলিশ ট্যুরিস্ট হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্স এবং সিকিমগামী পর্যটকরা যাত্রাপথে অসদাচরণ, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, প্রতারণা অথবা পুলিশের সহায়তা প্রয়োজন এমন যেকোনো সমস্যার ক্ষেত্রে এই হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন। শিলিগুড়ি পুলিশ ট্যুরিস্ট হেল্পলাইন ৯৮০০২৪২৪২৬। এই উপলক্ষে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে ট্রাফিক পুলিশের টহল ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং যান চলাচল আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ট্রাফিক বিভাগকে চারটি রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেল প্রদান করা হয়। এর মধ্যে দুটি পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ড, একটি জংশন ট্রাফিক গার্ড এবং একটি ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডকে বরাদ্দ করা হয়েছে।

বালি পাচারে গ্রেপ্তার এক বালি মাফিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: অজয় নদ থেকে বালি তুলে বেআইনিভাবে পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলো কাঁকসা থানার পুলিশ। বেআইনি বালি কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে কাঁকসার বিদবিহার এলাকার বাসিন্দা অজয় হাড়িকে শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। রবিবার সকালে তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত অজয় হাড়ি অজয় নদের বিভিন্ন ঘাট থেকে বালি তোলার কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল দীর্ঘদিন ধরে। অজয় নদ থেকে বালি তুলে সেই বালি কাঁকসার বিদবিহার, বনকাটি-সহ একাধিক এলাকা থেকে ট্রাক্টর ও ডাম্পারে করে বিভিন্ন জায়গায় পাচার করতো। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে বালি মজুত রাখার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বেশ কিছুদিন আগেই ওই এলাকায় তদন্তে নেমেছিল ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা। পাশাপশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বেআইনি বালি ব্যবসার সাথে যুক্তদের চিহ্নিত করতে পুলিশকে নির্দেশ দেয়। সেই মত রাজ্যের প্রশাসন বেআইনি বালি ব্যবসা বন্ধ করতে সক্রিয় হয়। সেই মত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, এর আগেও তার বিরুদ্ধে বালি পাচারের অভিযোগ উঠলেও কেন তাকে গ্রেপ্তার করতে এতো দেরি হয় সেই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অনেকে। বিজেপির অভিযোগ, ধৃত ব্যক্তি এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতেন গত সরকারে। তাই হয়তো তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। যার কারণে তার এই ব্যবসা চলতো রমরমিয়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তারও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সর্পদংশনে কিশোরীর মৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সাপে কামড়ের এক রোগীর মৃত্যু। আর এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয়েছে চিকিৎসকদেরই। পরিবারের অভিযোগ, কোনও রকম চিকিৎসা করেননি কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। আর চিকিৎসার অভাবেই তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত ওই রোগীর নাম তমোশি পাল(১৬)। তার বাড়ি আরামবাগ পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ড এলাকার উত্তর বাদল কোনা এলাকায়। এর জন্য রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। আর এর জন্য দায়ী চিকিৎসক ও নার্সদের শাস্তির দাবি করেছেন পরিবারের লোকজন। জানা গিয়েছে, তমোশি পাল নামক ওই কিশোরী আরামবাগ বিবেকানন্দ একাডেমির (সিবিএসই) দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। শনিবার রাতে পড়াশোনা সেরে সে বাড়ি ফিরছিল। স্কুটি করেই পড়তে গিয়েছিল। স্কুটি রেখে বাড়ির প্রবেশের দরজায় সে ধাক্কা দেয় যাতে কেউ খুলে দেয়। মাকে ডাকতে থাকে। আর তখনই দাঁড়িয়ে থাকার সময়েই একটা বিষধর সাপে কামড় দেয় তাকে। সাপের কামড়ের পরেই তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু তারপরে কোনও চিকিৎসক ও নার্স আসেননি। কোনও চিকিৎসা করা হয়নি। বিপদ বুঝে বার বার চিকিৎসক ও নার্সদের কাছে যাওয়া হলেও তারা বকাঝকা করেন, দুর্ব্যবহার করেন। পরে তারা চিকিৎসা করলেও তমোশির মৃত্যু হয়। এমনই অভিযোগ মৃতার পরিবারের লোকজনের। আর এর পরেই তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। যদিও এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, যথা রীতি যাবতীয় চিকিৎসা করা হয়েছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। এদিকে, কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সদের শাস্তির দাবিতে তারা বিক্ষোভ দেখান হাসপাতাল চত্বরেই। খবর পেয়ে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যান। তিনি পূর্ন তদন্তের আশ্বাস দেন।' অপরদিকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রিন্সিপল ডা রমাপ্রসাদ রায় বলেন, 'তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট তৈরি করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' সবমিলিয়ে বারবার চিকিৎসার গাফিলতির কারণে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রোগির মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ এলাকার মানুষের।

তৃণমূল নেতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ মহিলারা, অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: প্রকাশ্যে এলো সন্দেশখালির ছায়া। মিনাখাঁ বিধানসভার কুমারজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল নেতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকার মহিলারা। ডাবল ইঞ্জিন সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসতেই 'ভয় আউট, ভরসা ইন' হতেই শনিবার গভীর রাতে মিনাখাঁ থানায় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে জানানো হল লিখিত অভিযোগ। মহিলাদের অভিযোগ, মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত কুমারজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২২ নম্বর বুথের তৃণমূল নেতা মহিদুল গাজী, এলাকার তৃণমূল নেতা ও তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এলাকার মহিলাদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার চালিয়েছে। রাতের অন্ধকারে মহিলাদের বাড়ি ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা, রাস্তায় মহিলাদের একা পাওয়ার সুযোগ নিয়ে শ্লীলতাহানি, নোংরা প্রস্তাব-সহ একাধিকভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার চালাতো এই তৃণমূল নেতা মহিদুল গাজী। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত মহিলাদের শ্লীলতাহানি-সহ নানান ভাবে মহিলাদের অসম্মান করতো। রাজ্যে পালাবদলের পরেও তার সেই অসভ্যতামি লাকায় চালিয়ে যাচ্ছিল ওই তৃণমূল নেতা। আগে বহুবার মহিদুল গাজীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। সেই সময় খুন করে দেওয়ার হুমকি দিত এই তৃণমূল নেতা। সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদলের পর এই সমস্ত এলাকার মহিলারা সাহস করে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মিনাখাঁ থানায় এসে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগকারী মহিলাদের দাবি অবিলম্বে এই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট, ধৃত তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করল দুর্গাপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মহম্মদ আশরাফ। তিনি দুর্গাপুরের বেনাচিতি এলাকার মসজিদ মহল্লার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি মহম্মদ আশরাফ তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট করেন। অভিযোগ, ওই পোস্টে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর ও বিতর্কিত মন্তব্য করা হয়। পাশাপাশি শান্তিকুঞ্জ এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি নিয়েও কটূক্তি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই পোস্টটি নজরে আসে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের। এরপর বিষয়টি নিয়ে দুর্গাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সংশ্লিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, ডিজিটাল তথ্য-প্রমাণ এবং অন্যান্য নথি খতিয়ে দেখে। প্রাথমিক তদন্তের পর বুধবার রাতে মোঃ আশরাফকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তাঁর হেপাজতের আবেদন জানায়। শুনানি শেষে আদালত ধৃতকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। পুলিশ সূত্রে দাবি, ধৃতের সোশ্যাল মিডিয়া কার্যকলাপ,

পোস্টের উৎস এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, সামাজিক মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি, বিশেষ করে সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য বরদাস্ত করা উচিত নয়। আইন অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি। তবে এই ঘটনায় ধৃত বা তাঁর আইনজীবীর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আবহাওয়া খারাপ থাকায় সপ্তসিন্ধু জয়ের স্বপ্ন আটকে গেল সায়নীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সায়নী দাসের সপ্তসিন্ধু জয়ের স্বপ্ন আটকে দিল খারাপ আবহাওয়া। সপ্তসিন্ধু জয়ের স্বপ্ন নিয়ে শুক্রবার রাতেই জাপানের সুগারু চ্যানেলের জলে নামেন কালনার সায়নী দাস। এই চ্যানেলের জলে নেমে ১৫ কিমি যাওয়ার পর খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে যাওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বুকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় তাকে উদ্ধার করে ডাঙায় নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তার সঙ্গে থাকা বাবা রাধেশ্যাম দাস জানান সায়নী এখন সুস্থ আছেন। এই চ্যানেল জয় করতে পারলেই সায়নী প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে সপ্তসিন্ধু পার করার নজির গড়ার কারিগর হয়ে উঠতেন। তিনি ইতিমধ্যেই সপ্তসিন্ধুর ৬টি চ্যানেল ইংলিশ চ্যানেল, ক্যাটালিনা চ্যানেল, মলোকাই চ্যানেল, কুক প্রনালী, নর্থ চ্যানেল ও জিব্রাল্টার চ্যানেল পার করে ফেলেছেন। সপ্তসিন্ধুর শেষ চ্যানেল জাপানের সুগারু চ্যানেল পার করতে নেমে আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় তিনি ব্যর্থ হন। তিনি জাপানের সুগারু চ্যানেলের জলে নামেন ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার রাত ১২ টা ৪১ মিনিটে (জাপানের সময় অনুসারে শনিবার ভোর চারটে ১১ মিনিট)। তিনি জাপানের হনসুর কোদোমারি পোর্ট থেকে সাঁতার শুরু করেন। ১৫ কিমি অতিক্রম করার পর তিনি দুর্যোগের মধ্যে পড়ে যান। ফলে সাঁতার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। তবে আগামী পদক্ষেপ তার কি হবে সেটা এখনো জানা যায় নি।

আগাম জামিন পেলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অপরূপার স্বামী তথা তৃণমূল কাউন্সিলার সাকির আলিকে এনআইএ গ্রেপ্তার করেছিল গত ৩০ জুন। সে দিন পুলিশের কাজে বাধা-সহ একাধিক অভিযোগে অপরূপার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। থানায় হাজিরা দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে। আগাম জামিন পেলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের তাঁকে ময়ূখ ভবনে বিশেষ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে থানায় যাননি অপরূপা। এর পরে তাঁর বিরুদ্ধে ফের জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার শ্রীরামপুর থানায় হাজিরা দেন অপরূপা। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর সাড়ে ৪টে নাগাদ তাঁকে ছেড়ে দেয় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। থানা থেকে বেরিয়ে অসুস্থ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন অপরূপা। পরে টোটো করে বাড়ি ফিরে যান। সাকিরও শনিবার জামিন পেয়েছেন। শনিবার শ্রীরামপুর আদালতে যান অপরূপা। তিনি আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। আদালত তা মঞ্জুর করেছে। অপরূপার আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, '৩০ সেপ্টেম্বর সল্টলেকের ময়ূখ ভবনে সাংসদ-বিধায়কদের জন্য যে বিশেষ আদালত আছে, উনি সেই আদালতে হাজিরা দেবেন।' চন্দননগর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব বলেন, 'কিছু বিষয় জানতে ডাকা হয়েছিল। আবার ডাকা হতে পারে। সে দিন (বিক্ষোভের দিনে) কারা কারা ছিল, সেই সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে আবার ডাকব।' অপরূপার আইনজীবী বলেন, 'পুলিশ পুলিশের কাজ করবে। আমরা আইনের কাজ করব।'

দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকে বিজেপির বাজেট অধিবেশন ও আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: আসানসোল সাংগঠনিক জেলার নির্দেশনায়, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিশেষ বাজেট অধিবেশন ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং সাম্প্রতিক বাজেট নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই মূলত এই সভার আয়োজন। এই বিশেষ আলোচনা সভায় বিজেপির একাধিক স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সভায় সাধারণ মানুষের কাছে সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও প্রকল্পগুলো কীভাবে সরাসরি পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় অন্নপূর্ণা যোজনা, বিশ্বকর্মা যোজনা এবং আয়ুষ্মান ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো। এছাড়া কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন ঘোষণার কথাও উঠে আসে এই সভায়। বিজেপির কনভেনর সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের এই বাজেট প্রসঙ্গে বলেন, 'আজকে আমাদের আসানসোল সাংগঠনিক জেলার তরফ থেকে একটা বাজেট অধিবেশনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে আমরা বাজেট নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। এই আলোচনা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে যাতে আমরা সেই সুযোগ-সুবিধাগুলো পৌঁছে দিতে পারি, যেমন অন্নপূর্ণা যোজনা রয়েছে, বিশ্বকর্মা রয়েছে, এছাড়া আয়ুষ্মান ভারত রয়েছে, আরো কৃষি ক্ষেত্রে রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত জিনিসগুলো ঘোষণা করা হয়েছে, সেই সমস্ত জিনিস যাতে আমরা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারে।'

বাঁকুড়ার একটি পাড়ায় সকলেরই নামে 'রাম'

৩০০ বছরের ঐতিহ্য আজও অটুট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যে সরকার বদলের পর বাঁকুড়া জেলার একটি পাড়া বা জনবসতি ফের আলোচনার শিরোনামে। এই পাড়াটির নাম 'রাম পাড়া'। বাঁকুড়া জেলার আঁচুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম সানাবাঁধ গ্রামে রয়েছে 'রাম পাড়া'। সারা রাজ্যের এক ব্যাতিক্রমী পাড়া। এই প্রাচীন পাড়ার এক অনন্য বিশেষত্ব আছে। প্রাচীন রীতি ও লোকাচার মেনে এই পাড়ার নবজাত পুত্রসন্তানের নামকরণ করা হয়। এই পাড়ায় রয়েছে ৭টি মুখার্জী পরিবারের প্রায় ৪৫ জন পুরুষ সদস্য। যাদের নাম শুরু 'রাম' দিয়ে। এই পাড়ার পুরুষদের কারোর নাম রামতনু, রামগোপাল, রামরতন, রামকমল তো কারও নাম রামচরণ, রামসরণ, রামরঞ্জন বা রামানন্দ। এই ব্যতিক্রমী রীতি বহু প্রজন্ম ধরে চলে আসছে এই পাড়া। আজও সেই ঐতিহ্য সমানে বয়ে চলেছে। সেকারণে এলাকাটা রামপাড়া নামেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এক লোককাহিনীকে ভিত্তি করে এই প্রথা চলে আসছে। এই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অযোধ্যার এক ঐতিহাসিক যোগসূত্র।

স্থানীয় বাসিন্দাদের লোক বিশ্বাস রয়েছে যে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বছর আগে অযোধ্যা থেকে রামসরণ মুখার্জী নামে একজন কর্মসূত্রে এই এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। রামসরণবাবুর হাতে সেসময় পশ্চিম সানাবাঁধ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন শ্রীরাম। শালগ্রাম শীলার নিরাকার রূপে শ্রীরামের পূজা শুরু হয়। অনেকের মতে এই শ্রীরাম মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে রামপাড়া পরিচয়। এই রীতি সমানে চলেছে। পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া বিশ্বাস ও সংস্কারকে সমান গুরুত্ব দিয়ে আগলে রেখেছেন বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরাও। পুজার জৌলুস কমলেও প্রাচীন রীতি ও আন্তরিকতায় এতটুকুও ভাটা পড়েনি। পার্শ্ববর্তী শালবনী গ্রামের মুখার্জি পরিবারের সদস্যরা মন্দিরে পূজা দিতে এসেছিলেন। তাদের বক্তব্য, পূর্বপুরুষ থেকে তারা এই শ্রীরামের ভক্ত। শুধু তারা নয় এলাকার অধিকাংশ মুখার্জি পরিবারই শ্রীরামের ভক্ত। রামপাড়ার ষাঠোর্ধ্ব সবিতা মুখার্জি ও রামধন মুখার্জি বলেন, তাদের পরিবারে কোনও পুত্রসন্তানের জন্ম হলে তার নামের শুরুতেই 'রাম' শব্দটি যুক্ত করতে হয়। এটাই রীতি। শুধু তাই নয়, পরিবারে একবার যে নাম ব্যবহার করা হয়েছে ভবিষ্যতে সেই নাম আর দ্বিতীয়বার কোনও নবজাতকের রাখা যায় না। প্রতিটি নামই আলাদা হতে হয় যাতে সহজে চিহ্নিত হয় সেই ব্যক্তি। প্রতিটি নামই স্বতন্ত্র হতে হয়। এই নাম খোঁজাটাই অনেকসময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তবে নামের মধ্যেই বহন করে চলা হয় পারিবারিক ঐতিহ্য ও ভগবান শ্রীরামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। বর্তমানে ৭টি মুখার্জী পরিবারের সকলেই এই প্রাচীন মন্দিরের সেবাইত। প্রতিদিন তিন বার ভগবান রামের নিত্য পুজো, ভোগ নিবেদন ও আরতি করা হয় পালা করে। শ্রী রামের পূজার দায়িত্ব পালন করেন গোটা পরিবার। একই নিয়মে সেই ৩০০ বছর ধরে পূজার্চনা চলে আসছে। শুধু ধর্মীয় আচার নয় এখনও এই মন্দিরকে ঘিরেই সমানে চলছে পরিবারের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। গ্রামের প্রবীণ থেকে সদ্যজাত সকলেই এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাই রাম পাড়া শুধু একটি বসতির নাম নয়। এটি এক সুপ্রাচীন লোকাচার, পারিবারিক উত্তরাধিকার এবং বিশ্বাসের প্রতীক। রামপাড়ার বাসিন্দাদের একটাই বক্তব্য, তাদের পূর্বপুরুষরা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তারা শুধু সেটাই ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। এটা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আট পুরুষ ধরে এই মন্দিরের সেবা ও পূজা চলে আসছে। তাদের পরিবারের প্রত্যেকেই ভগবান রামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যাতে এই ঐতিহ্যকে সমান সম্মান দিয়ে রক্ষা করে, সেটাই তাদের সব চেয়ে বড় আশা। বহু প্রাচীন রীতি, লোকাচার হারিয়ে যাচ্ছে অথচ পশ্চিম সানাবাঁধের রামপাড়ার প্রাচীন ইতিহাস, পারিবারিক সংস্কৃতি এবং লোক বিশ্বাসকে সমান নিষ্ঠায় বাঁচিয়ে রেখেছে।

রাম মন্দিরের ঘটনায় হোসাবলের বক্তব্যে সহমত মোহন ভাগবত

অযোধ্যার ডিএসপিকে চিঠি

নাগপুর, ৫ জুলাই: অযোধ্যার শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে অনুদানের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত রবিবার সংগঠনের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলের দেওয়া বিবৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যিনি এই ঘটনাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেছেন এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এদিন এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মোহন ভাগবত এ বিষয়ে আর কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন এবং এর পরিবর্তে আগের দিন প্রকাশিত আরএসএসের বিবৃতির কথা উল্লেখ করেন।

ভাগবত বলেন, 'গতকাল দত্তাত্রেয় হোসাবলে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, আপনারা সেটি দেখতে পারেন।' শুক্রবার প্রকাশিত এক বিস্তারিত বিবৃতিতে হোসাবলে বলেন, শ্রী রাম লাল্লা মন্দিরের দানবাক্স থেকে অর্থ চুরির অভিযোগ সারা দেশের ভক্তদের আবেগে গভীর আঘাত করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, চলমান তদন্তের পর যারা এর জন্য দোষী, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। হোসাবলে বলেন, 'শ্রী রাম জন্মভূমিতে নির্মিত এই বিশাল মন্দিরটি প্রজন্মের পর প্রজন্মের সংগ্রাম এবং কোটি কোটি রাম ভক্তের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও আত্মবলিদানের ফলে সমগ্র হিন্দু সমাজের কাছে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'অযোধ্যার শ্রী রাম লাল্লা মন্দিরে রাখা দানবাক্স থেকে চুরির দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি সমগ্র সমাজ ও রাম ভক্তদের আবেগ ও শ্রদ্ধাবোধে আঘাত হেনেছে এবং এই ঘটনায় আমরা সবাই ব্যথিত।'

রাম মন্দির অনুদান সংক্রান্ত অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল, রাম গোপাল যাদব, সঞ্জয় সিং ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা-সহ বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার মন্তব্যের বিষয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি তথা প্রবীণ আইনজীবী অলোক কুমার অযোধ্যার ডিএসপি আশুতোষ তিওয়ারিকে একটি চিঠি লিখেছেন। অলোক কুমার অযোধ্যার ডিএসপির কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, যেন তিনি ওই নেতাদের বক্তব্য নথিভুক্ত করেন এবং তাঁদের অভিযোগের সপক্ষে তথ্যগত ভিত্তি, উৎস ও প্রামাণ্য নথিপত্র তলব করেন।

ভিএইচপির আন্তর্জাতিক সভাপতি অলোক কুমার রবিবার বলেন, 'আমরা প্রতিটি অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়েছি। কেউ বিষয়টিকে চুরি, লুটপাট বা ডাকাতি, যাই বলুক না কেন, তা অপ্রাসঙ্গিক, একমাত্র তদন্তই প্রকৃত ঘটনা সামনে আনবে। তাই নৃপেন্দ্র মিশ্রের মন্তব্যের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।' বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের স্থান অযোধ্যা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা বৈঠকটি এখানে করব না ওখানে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কারণ কী? আসল কথা হল, সেখানে জুন মাসে বৈঠক করার পরিকল্পনা ছিল ঠিকই, কিন্তু স্থানীয় পরিস্থিতির কারণে কিছু ব্যবহারিক বা লজিস্টিক্যাল সমস্যা দেখা দেওয়ায় তা স্থগিত করতে হয়েছিল। এখন যেহেতু আমরা দিল্লিতে বৈঠকটি করছি, তাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কেন অযোধ্যায় বৈঠক করছে না, সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার বা পরামর্শ দেওয়ার অধিকার কারও আছে বলে আমি মনে করি না। আমাদের যেখানে সুবিধাজনক মনে হবে, আমরা সেখানেই বৈঠক করব।'

তৃতীয়বার বিবাহবন্ধনে আমির খান, দীর্ঘদিনের সঙ্গী গৌরী স্প্র্যাটকে বিয়ে

মুম্বই, ৫ জুলাই: দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃতীয়বারের মতো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খান। রবিবার মুম্বইয়ের পালি হিলে নিজের বাসভবনে দীর্ঘদিনের সঙ্গী গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে বিশেষ বিবাহ আইনের (স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট) আওতায় রেজিস্ট্রি বিয়ে করেন তিনি। প্রবল বর্ষণের মধ্যেও অত্যন্ত সীমিত পরিসরে, পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় এই অনুষ্ঠান। পরে দুই পরিবার নবদম্পতির নতুন জীবনের সূচনাকে ঘিরে ঘরোয়া আয়োজনের মধ্যেই আনন্দ ভাগ করে নেন।

বিয়ের অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আমির ও গৌরী। তাই কোনও বিলাসবহুল হোটেল বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের পরিবর্তে নিজের বাড়িতেই বিয়ের আয়োজন করেন অভিনেতা। সূত্রের খবর, অনুষ্ঠানে মাত্র ১০০ থেকে ১৫০ জন নির্বাচিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অতিথি তালিকা থেকে শুরু করে মধ্যাহ্নভোজের মেনু পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়েই ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখেন আমির ও গৌরী। অভিনেতা আগেই জানিয়েছিলেন, এই বিশেষ দিনটিকে তিনি শুধুই পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান।

রবিবার সকাল থেকেই আমির খানের বাড়ির বাইরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ভিড় দেখা যায়। অনুষ্ঠানে পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকর-সহ আমিরের একাধিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে আম্বানি পরিবারের কয়েকজন সদস্যও সেখানে পৌঁছেছিলেন।

আমির খানের ব্যক্তিগত জীবনে এটি তৃতীয় অধ্যায়। ১৯৮৬ সালে রিনা দত্তকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তাঁদের দুই সন্তান জুনায়েদ ও আইরা। ২০০২ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এরপর ২০০৫ সালে চলচ্চিত্র নির্মাতা কিরণ রাওকে বিয়ে করেন আমির। তাঁদের এক পুত্রসন্তান আজাদ। ২০২১ সালে কিরণের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা করলেও দু'জনেই পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রেখেছেন এবং সন্তানের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করছেন। এবার গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করে জীবনের আরও এক নতুন অধ্যায়ে পা রাখলেন আমির খান। তাঁর এই ঘরোয়া বিয়ে নিয়ে ইতিমধ্যেই বলিউডে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

ভোটের লড়াইয়ে পিকে

পাটনা, ৫ জুলাই: এবার ভোটের ময়দানে প্রশান্ত কিশোর। বিহারে বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জন সুরাজ পার্টির প্রার্থী হচ্ছেন তিনি। দলের কোর কমিটির বৈঠকে রবিবার এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। এদিন কোর কমিটির বৈঠকের পর বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে 'জন সুরাজে'র প্রার্থী হিসেবে প্রশান্ত কিশোরের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। পাটনায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্য সভাপতি মনোজ ভারতী এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দলীয় সূত্রের খবর, প্রথমে রাজি না-হলেও দলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মেনে নিয়েছেন প্রশান্ত। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে গোটা রাজ্যে ঘুরে প্রচার করলেও নিজে প্রার্থী ছিলেন না তিনি। উল্লেখ্য, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন রাজ্যসভায় চলে যাওয়ায় তাঁর ছেড়ে যাওয়া বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে।

অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ ট্রেন পরিষেবা শুরু

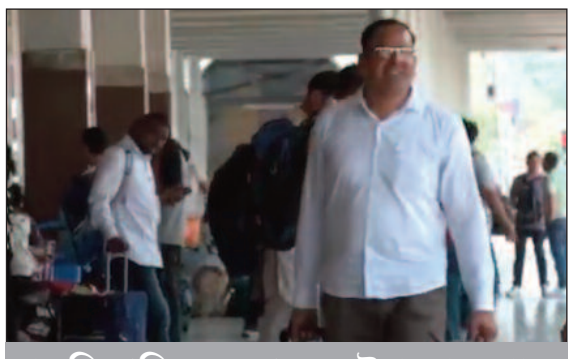

প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন উপ-রাজ্যপাল

শ্রীনগর, ৫ জুলাই: অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ ট্রেন পরিষেবা শুরু করলো ভারতীয় রেল। অমরনাথ যাত্রায় অংশগ্রহণকারী তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে ভারতীয় রেলের এই বিশেষ উদ্যোগ। জম্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত সরাসরি সংযোগকারী বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। ভারতীয় রেলের শ্রীনগর এলাকার চিফ এরিয়া ম্যানেজার কপিল শর্মা জানিয়েছেন, গ্রীষ্মকাল এবং অমরনাথ যাত্রার সময় ভারতীয় রেলকে বিপুল ভিড়ের মোকাবিলা করতে হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সদর দপ্তর এবং রেলওয়ে বোর্ড, উভয় স্তরেই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে শুরু করে পরিচ্ছন্নতা এবং ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা, প্রতিটি বিভাগের ওপরই নজর রাখা হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, অমরনাথ যাত্রার জন্য বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। যাঁরা আগে থেকেই নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁরা স্টেশনের বাইরেই আধার কেওয়াইসির মাধ্যমে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যাত্রা শুরু করতে পারেন। আর যাঁরা আগে থেকে নাম নথিভুক্ত করেননি, তাঁরা পন্থ চকে যেতে পারেন, সেখান থেকে বাসে করে তাঁদের ঘটনাস্থলেই নাম নথিভুক্তকরণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রেনে খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও রয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আরপিএফ, জিআরপি এবং রাজ্য পুলিশের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া সিভিল প্রশাসন, আইজি পদমর্যাদার আধিকারিক এবং ঊর্ধ্বতন কর্তারা নিয়মিতভাবে পরিস্থিতি পরিদর্শন করছেন।

অমরনাথ যাত্রার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। অমরনাথ যাত্রার তীর্থযাত্রীদের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা নেওয়া হয়েছে, রবিবার তা খতিয়ে দেখতে পহেলগামের চন্দনওয়ারির বেস হাসপাতাল পরিদর্শন করেন মনোজ সিনহা। ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'এবার তীর্থযাত্রীর সংখ্যা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি কোনও পূর্ব-নিবন্ধন ছাড়াই বিপুল সংখ্যক মানুষ এখানে আসছেন। জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসন এবং শ্রাইন বোর্ড যৌথভাবে আগের চেয়েও উন্নত সব ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। যেসব তীর্থযাত্রীর নিবন্ধন করা নেই, তাদের প্রতি আমার অনুরোধ;আপনারা নিজেদের সুযোগ বা সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন। গত দুই বছর ধরে এখানে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতালও চালু রয়েছে। আমাকে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন প্রায় ২,৫০০ রোগী হাসপাতালের বহির্বিভাগে (ওপিডি) চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন।'

ইউক্রেনের ফের বৃহৎ ড্রোন হামলা

কিয়েভ, ৫ জুলাই: ইউক্রেন ফের রাশিয়ার অভ্যন্তরে বড়সড় ড্রোন হামলা চালিয়েছে। শনিবার রাতে সেন্ট পিটার্সবার্গের কাছে একটি তেল শোধনাগার এবং একাধিক সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে শতাধিক দূরপাল্লার ড্রোন হামলা চালানো হয়। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, এই হামলায় প্রায় ৫০০টি ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিও সমাজমাধ্যমে হামলার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন, যেখানে সেন্ট পিটার্সবার্গ বন্দরের একটি তেল সংরক্ষণ কেন্দ্র থেকে ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়।

জেলেনস্কি জানান, সেন্ট পিটার্সবার্গ বন্দরের তেল পরিকাঠামোর পাশাপাশি ক্রুনস্টাড নৌঘাঁটির আশপাশের সামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর সফল হামলা চালানো হয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, দীর্ঘপাল্লার প্রায় ৫০০টি ড্রোন এই অভিযানে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, মস্কোর মেয়রের দাবি, রাজধানী মস্কোকেও লক্ষ্য করে প্রায় ২০০টি ড্রোন পাঠানো হয়েছিল। ইউক্রেন গত কয়েক মাস ধরে রাশিয়ার অভ্যন্তরে তেল শোধনাগার, পরিকাঠামো এবং প্রতিরক্ষা শিল্প সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে ড্রোন হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব হামলায় দূরপাল্লার ড্রোন ব্যবহারের ফলে রাশিয়ার জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার ওপরও চাপ বাড়ছে।

জানা গিয়েছে , ইউক্রেনের হামলার জেরে রাশিয়ার একাধিক এলাকায় জ্বালানির সংকট দেখা দিয়েছে। বহু জায়গায় পেট্রোল পাম্পে দীর্ঘ লাইন পড়েছে। পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রেও রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ছে। ইউক্রেনের লক্ষ্য মূলত রাশিয়ার রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত করা এবং অধিকৃত ক্রিমিয়ায় সরবরাহ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত করা। ক্রিমিয়ায় জ্বালানির সংকটের কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ইউক্রেনের হামলায় বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে সেখানে কার্ফুও জারি হয়েছে।

এদিকে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেনাবাহিনীর পোশাক পরে একটি সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শন করেছেন। একইসঙ্গে রুশ সেনার দাবি, তারা ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় ডনবাস অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কেন্দ্র কোস্তিয়ানতিনিভকা শহরের দখল নিয়েছে। আন্তর্জাতিক সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, এই দাবি সত্য হলে চলতি বছরে যুদ্ধক্ষেত্রে এটি রাশিয়ার অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

তবে পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক ও রোচান কনসাল্টিংয়ের পরিচালক কনরাড মুজিকার মতে, রাশিয়ার অগ্রগতি এখনও খুব ধীর। স্বাধীন পর্যবেক্ষক এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মূল্যায়ন অনুযায়ী, এই যুদ্ধে রুশ বাহিনীকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে।

মুষলধারে বৃষ্টি মুম্বইয়ে, জারি সতর্কতা

মুম্বই, ৫ জুলাই: বৃষ্টি হয়েই চলেছে বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে। রবিবারও তুমুল বৃষ্টি হয়েছে মুম্বইজুড়ে। মুম্বইয়ের পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের পুনেতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। মুম্বইয়ের আকাশ এদিন সকালে ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ওরলি-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় অব্যাহত রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাত। গত পাঁচ দিন ধরে একটানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে লোনাভালা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে শহরজুড়ে ব্যাপক জল জমে রয়েছে।

রবিবার সকালে মুম্বইয়ে বৃষ্টি অব্যাহত থাকে, একইসঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে থাকে। মুম্বইয়ে ভারী বৃষ্টিপাত ও 'রেড অ্যালার্ট' জারির মধ্যে কুরলা টার্মিনাসের কাছে জল জমে যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে এবং ওই এলাকার যাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার মাওয়াল তালুকাতেও প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১০ জুলাই পর্যন্ত পুরো জেলাজুড়ে আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে এবং মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে।

হরমুজ পার করলে গুনতে হবে পরিষেবা কর!

বেজিং, ৫ জুলাই: হরমুজ প্রণালী পারাপারে পরিষেবা কর দিতেই হবে! নিজেদের দাবিতে অনড় ইরান। চিনে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত এ প্রসঙ্গে জানান, হরমুজ দিয়ে চলাচল করা জাহাজগুলির উপর নতুন কাঠামোয় পরিষেবা কর আরোপের পরিকল্পনা চলছে। তবে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের সময় ইরান তাদের সমর্থনকারী দেশগুলিকে 'বিশেষ' সুবিধা দেওয়ার বিষয়টিও ভাবনাচিন্তা করছে।

বেজিঙে বিশ্ব শান্তি ফোরামে ইরানের রাষ্ট্রদূত আবদোলরেজা রহমানি শনিবার হরমুজ প্রণালীতে করের বিষয়টি জানান। তিনি বলেন, কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ দিয়ে জাহাজ চলাচলের বিষয়ে ওমানের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে কাজ করছে ইরান।

ময়দান

পৃথ্বী শয়ের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ বাগদত্তা আকৃতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগদান ভাঙার ইঙ্গিত ভারতীয় ক্রিকেটার পৃথ্বী শয়ের। বান্ধবী আকৃতি আগরওয়ালের সঙ্গে রীতিমতো ঢাক পিটিয়েই বাগদান হয়েছিল পৃথ্বীর। এবার এই ভারতীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন পৃথ্বীর বাগদত্তা আকৃতি। পৃথ্বীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে, তা সত্যি বলে দাবি করলেন আকৃতি।

নিজের ইনস্টাগ্রামে স্টোরিতে আকৃতি লিখেছেন, তঅনেক বার প্রতারিত হয়েছি। তার পরেও একটা কথা বলিনি। ভাবতে পারছি না, এতটা এগিয়ে যাওয়ার পরেও.... সমাজমাধ্যমে আপনারা ওর সম্পর্কে যা শুনেছেন, ওর বিরুদ্ধে ওঠা যা জল্পনা শুনেছেন, সব সত্যি।দ নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল থেকে বাগদানের সব ছবিও মুছে ফেলেছেন তিনি। পৃথ্বীকে আনফলো করে দিয়েছেন তিনি।

চলতি বছর আইপিএলের আগে আকৃতির সঙ্গে বাগদান হয়েছিল পৃথ্বীর। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালস পৃথ্বীকে কিনেছিল। কিন্তু একটি ম্যাচেও খেলার সুযোগ পাননি এই ভারতীয় ব্যাটার। একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। যে সব ঘটনা নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এবার আরও এক বিতর্ক দানা বেঁধেছে পৃথ্বীকে নিয়ে।

পাকিস্তানের ক্রিকেটে ফিরছে বাবর-যুগ আবার অধিনায়কের দায়িত্বে তারকা ব্যাটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তানের ক্রিকেটে আবারও ফিরছে বাবর যুগ। আবারও অধিনায়কের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল তারকা ব্যাটার বাবর আজমকে। পাকিস্তান টেস্ট দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল শান মাসুদকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজে পাক দলকে নেতৃত্ব দেবেন বাবর।

এই নিয়ে দ্বিতীয় বার পাকিস্তানের টেস্ট দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেলেন বাবর। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) মাসুদকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রত্যাশাপূরণ করতে না পারায় বোর্ড আর মাসুদের প্রতি আস্থা রাখবে না। তাঁর নেতৃত্বে ১৬টি টেস্ট খেলেছে পাকিস্তান। তার মধ্যে ১২টিতে হার। বাংলাদেশের কাছে জোড়া টেস্ট সিরিজ হার, যা অত্যন্ত লজ্জাজনক। ক্রিকেটের ইতিহাসে আর কোনও টেস্ট অধিনায়ক তাঁদের প্রথম ১৬টি টেস্টের ১২টিতেই হারেননি। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানকে অন্তত ১৬টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন এমন ১০ অধিনায়কের প্রায় কেউ এত টেস্ট হারেননি। শুধু মিসবা উল হক ১৯টি টেস্ট হেরেছিলেন অধিনায়ক হিসেবে। তবে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ৫৬টি টেস্টে। টানা সাতটি টেস্টে হেরেছেন মাসুদ।

এদিকে অধিনায়ক মাসুদের উপর আস্থা হারালেও ব্যাটার মাসুদের পারফরম্যান্স নিয়ে অসন্তুষ্ট নন পিসিবি কর্তারা। তাঁর ব্যাটিং গড় ৩৪.০৬। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে মাসুদকে রেখেই দল গড়েছে পিসিবি।

বাবরের নেতৃত্বে পাকিস্তান ২০টি টেস্ট খেলে ১০টি জিতেছিল। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ জিতেছিল। আপাতত ফর্মে নেই এই তারকা ব্যাটার। তবে অধিনায়কের দায়িত্ব তাঁর ফর্ম ফেরাতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ৬ জুলাই ২০২৬ • পেজ ৮

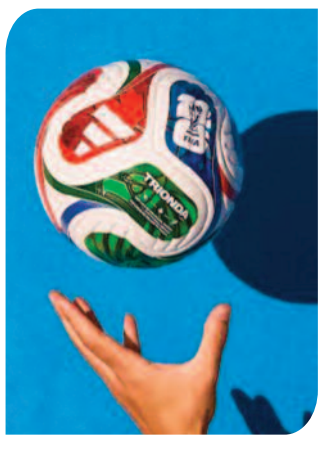

অ্যাংজাইটি মানে কি শুধু ওভারথিঙ্কিং ? তা কি সত্যিই হাইপারটেনশন ডেকে আনে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা: মানসিক স্বাস্থ্য আজকের দিনে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সব জায়গাতেই এখন 'অ্যাংজাইটি', 'স্ট্রেস' বা 'ডিপ্রেশন'-এর মতো শব্দ শোনা যায়। তবে আলোচনা যতই বাড়ছে, ততটাই কি এই বিষয়গুলোর প্রকৃত বোঝাপড়া বাড়ছে? বাস্তব চিত্র বলছে, পরিস্থিতির উন্নতি এখনও সীমিত।

অনেক সময় এই শব্দগুলো হালকা ভাবে ব্যবহার করা হয়, যার ফলে এদের প্রকৃত মানে ও গভীরতা অনেকের কাছেই অস্পষ্ট থেকে যায়। অন্যদিকে, যাঁরা সত্যিই মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা অনেক সময় বিষয়টি নিয়ে কথা বলতেই ভয় পান বা দ্বিধায় থাকেন। সমাজের ভুল ধারণা, অবহেলা এবং বিচার করার প্রবণতা তাঁদের আরও একা করে দেয়।

ফলে ভেতরে ভেতরে বাড়তে থাকে মানসিক চাপ, যা শুধু মন নয়, শরীরের ওপরেও গভীর প্রভাব ফেলে। বিশ্ব হাইপারটেনশন দিবসের প্রেক্ষিতে মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যের এই যোগসূত্র আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। চলুন জেনে নেওয়া যাক মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা এবং তার বাস্তবতা।

অনেকেই মনে করেন অ্যাংজাইটি মানে শুধু অতিরিক্ত চিন্তা করা। তাই খুব সহজেই বলা হয়, অতিচিন্তা করা বন্ধ করো।দ কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা। অ্যাংজাইটি এমন একটি অবস্থা, যা শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

এটি মানসিক ও শারীরিক, দুই স্তরেই প্রভাব ফেলে। বুক ধড়ফড় করা, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, ঘুমের সমস্যা, অস্থিরতা এবং ছোট ছোট বিষয়েও অতিরিক্ত উদ্বেগ;সবই অ্যাংজাইটির সাধারণ লক্ষণ হতে পারে।

অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেও জানেন যে বাস্তব পরিস্থিতি হয়তো খুব গুরুতর নয়, তবুও মনে হয় যেন কিছু একটা বিপদ আছে। এই যুক্তি ও অনুভূতির টানাপোড়েনই অ্যাংজাইটিকে আরও জটিল করে তোলে। ফলে শুধু মন নয়, শরীরও ক্রমাগত চাপের মধ্যে থাকে।

এ কারণেই অ্যাংজাইটিকে হালকা ভাবে দেখা বা শুধু ইচ্ছাশক্তির অভাবদ হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভুল।

ডিপ্রেশনকে অনেক সময় সাধারণ দুঃখ বা মন খারাপের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু বাস্তবে এটি অনেক গভীর ও জটিল একটি মানসিক অবস্থা। ডিপ্রেশন হলে সবসময় কান্না বা দৃশ্যমান দুঃখ থাকে না।

অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ধীরে ধীরে সব কিছুর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। যে কাজগুলো আগে আনন্দ দিত, সেগুলোও অর্থহীন মনে হয়। সারাদিন ক্লান্তি, উদাসীনতা এবং আবেগহীনতা কাজ

করে। বাইরে থেকে দেখে মনে হতে পারে সব স্বাভাবিক, কিন্তু ভেতরে তৈরি হয় এক গভীর শূন্যতা।

এই শূন্যতাই ডিপ্রেশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এটি অনেক সময় চুপচাপভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে, এবং কেউ বুঝে ওঠার আগেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে যেতে পারে। তাই ডিপ্রেশনকে কখনওই সাধারণ মন খারাপ বলে অবহেলা করা উচিত নয়।

সমাজে একটি বড় ভুল ধারণা হল, মানসিক সমস্যা মানেই দুর্বলতা। এই ধারণা শুধু ভুল নয়, বরং ক্ষতিকরও।

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শক্তি বা দুর্বলতার কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী, ছাত্রছাত্রী, গৃহিণী, অভিভাবক, সব ধরনের মানুষই অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশনের শিকার হতে পারেন।

আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমস্যাকে অস্বীকার না করা। সাহায্য চাওয়া, নিজের অবস্থাকে বোঝা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা নেওয়া, এটাই প্রকৃত মানসিক শক্তির পরিচয়।

অনেকেই মনে করেন, সময়ের সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছু ক্ষেত্রে তা সত্যি হলেও, মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যার ক্ষেত্রে এই ধারণা সবসময় কার্যকর নয়।

যদি দীর্ঘ সময় ধরে উদ্বেগ, অনিদ্রা, অনাগ্রহ বা মানসিক অস্থিরতা চলতে থাকে, তাহলে তা উপেক্ষা করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। অনেক সময় সমস্যাটি ধীরে ধীরে গভীর রূপ নেয়।

তাই মানসিক অস্বস্তিকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। প্রয়োজনে চিকিৎসক বা কাউন্সেলরের সাহায্য নেওয়া উচিত। এটি দুর্বলতা নয়, বরং দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত।

একটি প্রচলিত ধারণা হল, মানসিক সমস্যা নিয়ে কথা বললে তা আরও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, বাস্তবতা ঠিক উল্টো।

নিজের অনুভূতি চেপে রাখলে তা ভেতরে ভেতরে চাপ বাড়ায়, আত্মসন্দেহ তৈরি করে এবং আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। দীর্ঘ সময় এই চাপ জমে থাকলে তা আরও বড় সমস্যার রূপ নিতে পারে।

অন্যদিকে, একজন বিশ্বস্ত মানুষের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলা মানসিক ভার অনেকটা কমাতে সাহায্য করে। এতে সব সমস্যার সমাধান না হলেও, অন্তত একটি স্বস্তির জায়গা তৈরি হয়, যেখান থেকে ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে এগোনো যায়। মানসিক স্বাস্থ্য কোনো বিলাসিতা নয়, এটি প্রতিটি মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশনকে হালকা ভাবে দেখা যেমন ভুল, তেমনই এগুলো নিয়ে চুপ থাকা আরও ক্ষতিকর। সমাজে সচেতনতা যত বাড়বে, ভুল ধারণা তত কমবে। আর সেই সচেতনতার প্রথম ধাপ হল, বোঝা, শোনা এবং বিচার না করে সহানুভূতি দেখানো।

অপ্রতিরোধ্য মরক্কো ! কানাডাকে উড়িয়ে প্রথম পা রাখল কোয়ার্টার ফাইনালে 'অ্যাটলাস লায়ন্স'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২২ বিশ্বকাপে ইতিহাস গড়ার পর এবারও একই ছন্দে এগিয়ে চলেছে মরক্কো। দুরন্ত আত্মবিশ্বাস, শক্তিশালী রক্ষণ এবং কার্যকর আক্রমণের জোরে কানাডাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চলতি বিশ্বকাপে প্রথম দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করল 'অ্যাটলাস লায়ন্স'।

জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক হন আজেদিন, আর একটি গোল আসে দ্বিতীয়ার্ধে দলের আক্রমণাত্মক ফুটবলের পুরস্কার হিসেবে। অন্যদিকে, সাহসী লড়াই করেও গোলের মুখ খুলতে না পারায় স্বপ্নভঙ্গ হল কানাডার।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা যায় কানাডাকে। উচ্চ প্রেসিং, দ্রুত গতির আক্রমণ এবং কর্নার থেকে একের পর এক সুযোগ তৈরি করে মরক্কোর রক্ষণকে চাপে ফেলে দেয় উত্তর আমেরিকার দলটি। চতুর্থ মিনিটেই প্রথম কর্নার পায় তারা। এরপর জনাথন ডেভিড ও ওলুওয়াসেইয়ের নেওয়া শক্তিশালী শট দুর্দান্ত দক্ষতায় রুখে দেন মরক্কোর গোলরক্ষক ইয়াসিন বোনো। তাঁর একের পর এক সেভই প্রথমার্ধে দলকে বিপদমুক্ত রাখে।

প্রথম দিকে চাপে থাকলেও ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয় মরক্কো। বলের দখল বাড়িয়ে আক্রমণ গড়তে শুরু করে তারা। যদিও প্রথমার্ধে স্পষ্ট গোলের সুযোগ খুব বেশি তৈরি করতে পারেনি। এর মাঝেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ইসমাইল সাইবারি, যা মরক্কোর জন্য কিছুটা ধাক্কা ছিল। প্রথমার্ধে দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে একাধিক সংঘর্ষের জেরে মোট ছয়টি হলুদ কার্ড দেখান রেফারি।

বিরতির পর বদলে যায় ম্যাচের চিত্র। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে মরক্কো। ৫০তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে অসাধারণ কার্লিং শটে কানাডার জালে বল জড়িয়ে দলকে এগিয়ে দেন আজেদিন। সেই গোলের ধাক্কা সামলানোর আগেই মরক্কো আরও আক্রমণ বাড়ায় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগও তৈরি হয়। যদিও আচরাফ হাকিমি সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি।

কানাডা শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালায়। কর্নার, লং থ্রো এবং পাল্টা আক্রমণ থেকে চাপ তৈরি করলেও বোনো ও মরক্কোর রক্ষণপ্রাচীর ভাঙতে ব্যর্থ হয় তারা। ম্যাচের শেষ দিকে আরও একটি গোল করে জয়ের ব্যবধান ৩-০ করেন আজেদিন, ফলে কানাডার শেষ আশাটুকুও শেষ হয়ে যায়।

পুরো ম্যাচে বলের দখলে এগিয়ে ছিল মরক্কো। একই সঙ্গে রক্ষণে শৃঙ্খলা ও আক্রমণে কার্যকারিতার দারুণ সমন্বয় দেখা যায় তাদের খেলায়। কানাডা লড়াই করলেও গোলের সামনে ব্যর্থতা এবং মরক্কোর গোলরক্ষকের অসাধারণ পারফরম্যান্সই ম্যাচের বড় পার্থক্য গড়ে দেয়।

এই জয়ের ফলে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপে নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিল মরক্কো। ২০২২ সালের সাফল্য যে কাকতালীয় ছিল না, তা আবারও বুঝিয়ে দিল আফ্রিকার এই দল। এবার তাদের লক্ষ্য আরও বড়; বিশ্বকাপের মঞ্চে নতুন ইতিহাস লেখা।

এমবাপের একমাত্র গোলে জয়, কঠিন লড়াই পার করে বিশ্বকাপের শেষ আটে ফ্রান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে এসে অবশেষে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হল ফ্রান্সকে। গ্রুপ পর্বে এবং আগের ম্যাচগুলিতে সহজে গোলের দেখা পেলেও শেষ ষোলোয় প্যারাগুয়ের বিপক্ষে সেই ছন্দ আর দেখা যায়নি। শক্তিশালী রক্ষণ, শারীরিক ফুটবল এবং কঠোর মার্কিংয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ফরাসি আক্রমণকে আটকে রাখে দক্ষিণ আমেরিকার দলটি। শেষ পর্যন্ত ৭০ মিনিটে পাওয়া একটি পেনাল্টি থেকেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয়। কিলিয়ান এমবাপের ঠান্ডা মাথার ফিনিশে ১-০ গোলে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করে দিদিয়ের দেশঁর দল।

ফিলাডেলফিয়ার প্রখর গরমে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে দুই দলকেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে খেলতে হয়। প্রায় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ফুটবলারদের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছিল। তার সঙ্গে ফ্রান্সের মাঝমাঠে গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার অরেলিয়াঁ চুয়ামেনির অনুপস্থিতি দলকে কিছুটা সমস্যায় ফেলে। তবু শুরু থেকেই বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে রাখে ফরাসিরা। আক্রমণের পর আক্রমণ গড়লেও প্যারাগুয়ের সুসংগঠিত রক্ষণ ভাঙতে পারছিল না তারা। অন্যদিকে, প্যারাগুয়ে শুরু থেকেই স্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে। বলের দখল নিয়ে খেলার পরিবর্তে তারা নিজেদের অর্ধে ঘন রক্ষণ সাজিয়ে ফরাসিদের সুযোগ সীমিত রাখার চেষ্টা করে। মাঝেমধ্যেই শারীরিক চ্যালেঞ্জ ও শক্ত ট্যাকলে ফ্রান্সের ছন্দ নষ্ট করে দেয় তারা। ফলে ম্যাচে একাধিকবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ধাক্কাধাক্কি, ফাউল এবং তর্ক-বিতর্কে কয়েকবার খেলার গতি থমকে যায়।

প্রথমার্ধে ফ্রান্সের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আক্রমণ ছাড়া উল্লেখযোগ্য গোলের সুযোগ তৈরি হয়নি। এমবাপে, উসমান দেম্বেলে এবং ব্র্যাডলি বার্কোলা চেষ্টা চালিয়ে গেলেও প্যারাগুয়ের রক্ষণপ্রাচীর ভাঙা সম্ভব হয়নি। গোলরক্ষক অরল্যান্ডো গিলও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একের পর এক আক্রমণ সামাল দেন।

দ্বিতীয়ার্ধেও একই ছবি দেখা যায়। বলের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ফ্রান্সের হাতে থাকলেও প্যারাগুয়ে ধৈর্য হারায়নি। ম্যাচ শেষে বল দখলের পরিসংখ্যানে ফ্রান্স ছিল প্রায় ৭৬ শতাংশে, যা

তাদের একচেটিয়া আধিপত্যেরই প্রমাণ। তবে শুধুমাত্র বলের দখল দিয়ে যে ম্যাচ জেতা যায় না, সেটাও এই ম্যাচে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৬১ মিনিটে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন ফরাসি কোচ। ব্র্যাডলি বার্কোলার পরিবর্তে মাঠে নামানো হয় দেজিরে দুয়েকে। তাঁর গতিময়তা ও ড্রিবলিং ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বক্সের ভেতরে ঢোকার সময় প্যারাগুয়ের এক ডিফেন্ডারের ফাউলে পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। সেই সুযোগ থেকে কোনও ভুল করেননি কিলিয়ান এমবাপে। শক্তিশালী শটে বল জালে জড়িয়ে দলকে কাঙ্ক্ষিত লিড এনে দেন তিনি।

এই গোলের মাধ্যমে চলতি বিশ্বকাপে এমবাপের গোলসংখ্যা দাঁড়ায় সাত। একই সংখ্যক গোল নিয়ে তিনি সোনালি বুটের দৌড়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখেন। পাশাপাশি বিশ্বকাপের মঞ্চে তাঁর মোট গোলসংখ্যা বেড়ে হয় ১৯, যা তাঁর অসাধারণ ধারাবাহিকতারই প্রমাণ।

গোল হজম করার পর প্যারাগুয়ে কিছুটা আক্রমণাত্মক হওয়ার চেষ্টা করলেও ফ্রান্সের রক্ষণ খুব বেশি ভুল করেনি। বরং ম্যাচের শেষ দিকে আরও কয়েকটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ তৈরি করে ফরাসিরা। কিন্তু প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক অরল্যান্ডো গিল দুর্দান্ত কয়েকটি সেভ করে ব্যবধান বাড়তে দেননি। তাঁর পারফরম্যান্সই দলকে বড় পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।

শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের গুরুত্বপূর্ণ জয় নিয়ে শেষ আটে পৌঁছে যায় ফ্রান্স। তবে এই ম্যাচে স্পষ্ট হয়ে গেল, প্রতিপক্ষ যদি সুসংগঠিত রক্ষণ নিয়ে নামে, তাহলে এমবাপেদেরও ভুগতে হয়। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা। প্রতিপক্ষ মরক্কো, যারা টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপে দুর্দান্ত রক্ষণ ও দ্রুত পাল্টা আক্রমণের ফুটবল খেলছে। তাই সেমিফাইনালে উঠতে হলে ফ্রান্সকে আরও নিখুঁত ও কার্যকর ফুটবল খেলতেই হবে।